পারিবারিক পুনর্মিলনী কেন্দ্র ভেঙে ফেলছে উত্তর কোরিয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

শিক্ষিকার বদলির আর্জি আটকে রাখায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

রূপসী বাংলা

দিল্লিতে কেজরিওয়াল ‘ডাউন’, কিন্তু এখনো ‘আউট’ নন

সম্পাদকীয়

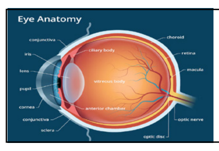

‘চোখ কি? ‘চোখ’ কিভাবে কাজ করে

স্বাস্থ্য সাথী

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৫ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

RIYADH
READY FOR THE BEST?

বিশ্বকাপেও সৌদি আরবে নিষিদ্ধ থাকবে মদ

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 44 ■ Daily APONZONE ■ 14 February 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

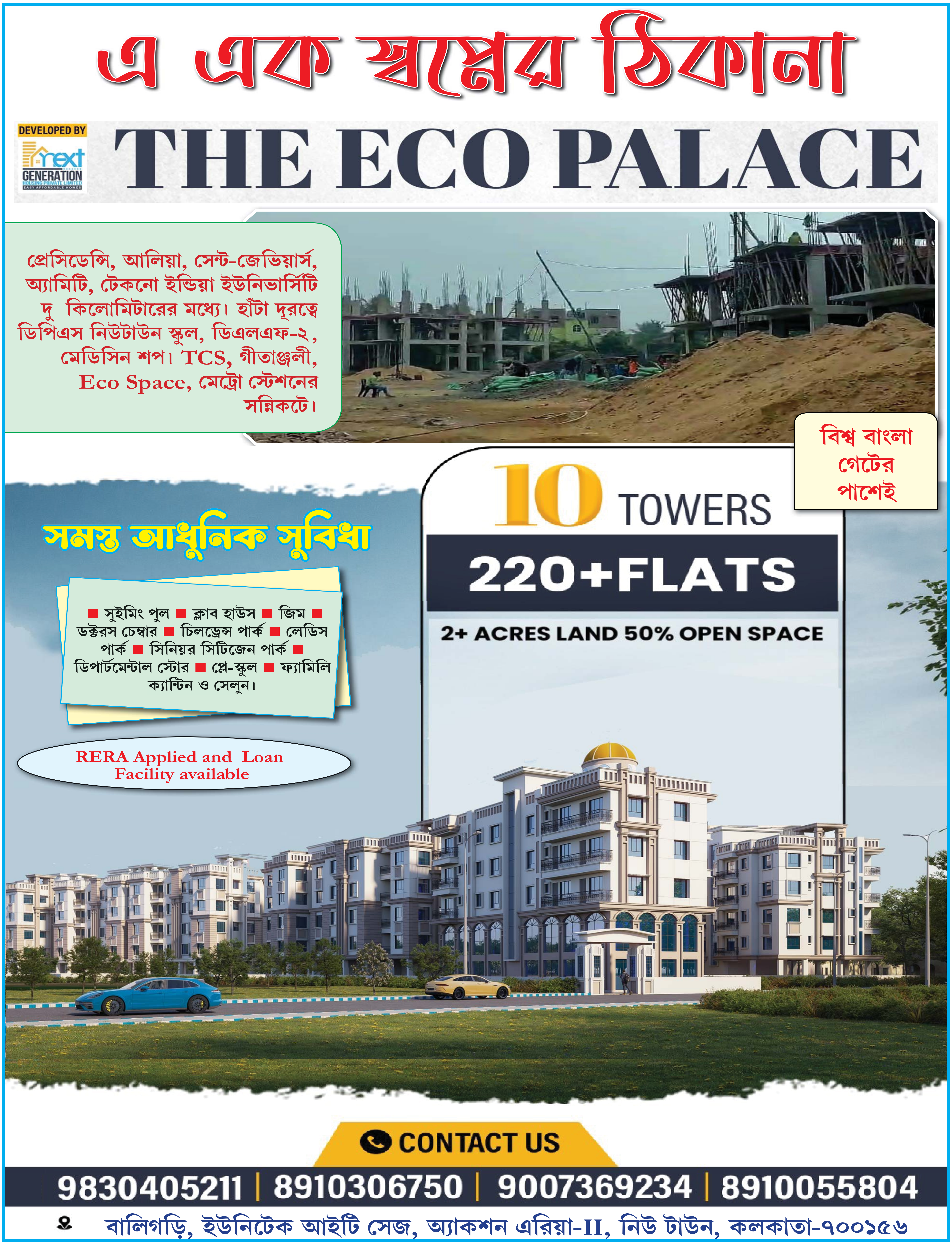

এ এক স্বপ্নের ঠিকানা

DEVELOPED BY
next GENERATION HOUSING PRIVATE LIMITED
EASY AFFORDABLE HOMES

THE ECO PALACE

প্রেসিডেন্সি, আলিয়া, সেন্ট-জেভিয়ার্স, অ্যামিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি দু কিলোমিটারের মধ্যে। হাঁটা দূরত্বে ডিপিএস নিউটাউন স্কুল, ডিএলএফ-২, মেডিসিন শপ। TCS, গীতাঞ্জলী, Eco Space, মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে।

বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই

10 TOWERS
220+FLATS
2+ ACRES LAND 50% OPEN SPACE

সমস্ত আধুনিক সুবিধা

■ সুইমিং পুল ■ ক্লাব হাউস ■ জিম ■ ডক্টরস চেম্বার ■ চিলড্রেন্স পার্ক ■ লেডিস পার্ক ■ সিনিয়র সিটিজেন পার্ক ■ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ■ প্লে-স্কুল ■ ফ্যামিলি ক্যান্টিন ও সেলুন।

RERA Applied and Loan Facility available

CONTACT US
9830405211 | 8910306750 | 9007369234 | 8910055804

বালিগড়ি, ইউনিটেক আইটি সেজ, অ্যাকশন এরিয়া-II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬

প্রথম নজর

আমতায় সমবায় ভোটে ৯টি আসনেই জয়ী তৃণমূল

সুরজীৎ আদক ● হাওড়া

আপনজন: আমতার সোমেশ্বর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে ৯টি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।জয়ের পর সমস্ত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সবুজ আবির ওড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। উল্লেখ্য, বছর ঘুরলেই ২৬'শের বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সমবায় নির্বাচনের এই ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে গোটা রাজনৈতিক মহল।সমবায়ের এই জয় প্রসঙ্গে আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভজীৎ সাহা জানান, এই জয় প্রমাণ করে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের নবরুপকার ডাঃনির্মল মাজি যেমন সারা বছর মানুষের সঙ্গে রয়েছেন তেমনি মানুষও-ও যে আমাদের জনপ্রিয় বিধায়কের সঙ্গে রয়েছেন এই ফল তারই প্রমাণ। এদিন জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য শিলা মাখাল, আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ,কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা,শুভদীপ পোয়ালি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

টোটো করে গরু পাচারের সময় ধৃত ৩

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বুধবার বিকালে খয়রাশোল থানার পুলিশ টহলরত অবস্থায় গরু পাচারকারী তিন ব্যক্তিকে আটক করে।

জানা যায় ভীমগড় দুবরাজপুর রাস্তার পাঁচড়া মোড়ে দুটি টোটোতে বোঝাই করে ১৭টি বাছুর ও ১টি গাভী নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আটক করে এবং গরু,টোটো সহ তিনজন পাচারকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

গরু পাচারকারীদের মধ্যে দুজনের বাড়ী কাঁকড়তলা থানার সাহাপুর গ্রামের সেখ কিতাবুল ও সেখ জামিরুদ্দিন। অন্যজন দুবরাজপুর থানার দোবান্দা গ্রামের মীর নুর ইসলাম।

ধৃতদের বৃহস্পতিবার দুবরাজপুর আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতিবাদ বাজেট নিয়ে

সারা বাংলা মিড-ডে-মিল কর্মী ইউনিয়ন
রাজ্য বাজেটে মিড-ডে-মিল কর্মীদের সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে -
১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫
বিক্ষোভ মিছিল

নকীবউদ্দিন গাজি ● ডায়মন্ড

আপনজন: বুধবার রাজ্যের পক্ষ থেকে বাজেট পেশ করা হলেও রাজ্য বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের জন্যই কোন কিছু ভাবেনি রাজ্য সরকার। পাশাপাশি বেশ কিছুদিন আগেই কেন্দ্র সরকার বাজেট পেশ করেছে তাতেও মিড ডে মিল কর্মীদেরকে কিছুই বরাদ্দ করেনি। আর তা নিয়েই এবারে পথে নামল মিড ডে মিল কর্মীরা। সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দিন ডায়মন্ডহারবার হসপিটাল মোড় থেকে বাটা পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত একটি ধিক্কার মিছিল করা হয়। যেখানে কয়েক সো মিড ডে মিল কর্মীরা উপস্থিত ছিল। তাদের দাবি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার মিড ডে মিল কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলেও দিনের পর দিন তারা বঞ্চনার শিকার হয়েছে শুধু ।কোন কিছুই পাইনি। পাশাপাশি তাদের দাবি ১০ মাসের জায়গায় ১২ মাসের বেতন নিশ্চিত করতে হবে, কাজের স্থায়ীকরণ, সহ তাদের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। যে দাবিকে সামনে রেখে আজ ধিক্কার মিছিলে শামিল হন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের মিড ডে মিল কর্মীরা, ডায়মন হারবার স্টেশন মোড়ে এসে বাজেট আগুন লাগিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি না মানা হলে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে আমারও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

শিক্ষিকার বদলির আবেদন আটকে রাখায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা স্কুল কমিটিকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শিক্ষকের বদলির আবেদন বছরের পর বছর ফেলে রাখার অমানবিক সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট ম্যানেজিং কমিটিকে ৫০, ০০০ টাকা জরিমানা করল বিচারপতি হরিম ট্যান্ডন ও বিচারপতি প্রজেনজিৎ বিশ্বাসের বেঞ্চ। ওই জরিমানার টাকা যা আবেদনকারী শিক্ষিকাকে দিতে বলা হয়েছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারিতে দেওয়া রায়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর স্কুল পরিচালন সমিতির সভায় যেকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাদের সম্মিলিতভাবে এই ৫০ হাজার টাকা আবেদনকারী শিক্ষিকা মানষী রদারকে তিন সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, আবেদনকারীর পক্ষে উজ্জ্বল রায় জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের সুমতীনগর শরৎ কুমার হাই স্কুলেরর শিক্ষিকা মানসী সর্দার তার শারীরিক কারণে বদলির আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও চারপতি প্রজেনজিৎ বিশ্বারে বেঞ্চ এই রায় দেয়। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির উদাসীনতার কারণে আদালত এই ম্যানেজিং কমিটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। আবেদনকারী শিক্ষিকার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কথা বিবেচনা না করে, ম্যানেজিং কমিটি যে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে, তা নিন্দনীয়। আদালত ম্যানেজিং কমিটির এই আচরণকে অমানবিক আখ্যা দিয়েছে এবং আবেদনকারীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। আদালত রায়ে বলেছে, যদি কোনো শিক্ষক বা কর্মী অসুস্থতার কারণে বদলির আবেদন করেন, তাহলে আবেদনকারীর রোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু এই মামলায় দেখা যাচ্ছে, আবেদনকারী শিক্ষিকা ২০১৯-২০২০ সাল থেকে তার রোগের কারণে বদলির আবেদন করে রেখেছেন, যা ম্যানেজিং কমিটি বছরের পর বছর ফেলে রেখেছে। এমনকি তারা এখন বলছেন যে, আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথিপত্র সঠিক নয়। আদালত বলেছেন, এই ধরনের মানবিক আবেদন বছরের পর বছর ফেলে রাখা অত্যন্ত অসংবেদনশীলতার পরিচয়।আইনজীবী আরও বলেন, এই রায় শুধু শিক্ষিকা মানসী সর্দার এর ব্যক্তিগত বিজয় নয়, বরং সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এটি প্রমাণ করল যে, প্রশাসনিক জটিলতা বা গাফিলতির কারণে কোনো শিক্ষকের ন্যায্য অধিকার খর্ব হতে পারে না। আদালত পরিচালনা কমিটির গাফিলতির কারণে তাদের উপর জরিমানা ধার্য করে এটি নিশ্চিত করেছেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি রোধ করা হবে। শিক্ষক সংগঠন অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক চন্দন গরাই বলেন, বদলি নীতি সরল করার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে আবেদন জানিয়ে আসছিলাম, শিক্ষা দপ্তর বিষয়গুলো নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। এছাড়াও, কিছু ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার করে আসায় হাইকোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই মামলায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, কোনো অসুস্থ শিক্ষকের বদলির আবেদন বছরের পর বছর আটকে রাখা একপ্রকার অন্যায় ও অমানবিকতা। মাননীয় আদালত এই বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটির ায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে যথাযথ পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, এই রায় শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোনো প্রশাসনিক জটিলতার আড়ালে শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। আদালতের এই নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আমি আশাবাদী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল বালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা হাওড়ার বালিতে। দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। বালি থানার অন্তর্গত জি টি রোডে দেওয়ানগাজি এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রী বোঝাই ট্যাক্সিকে ধাক্কা মারে রাস্তা ঢালাই করার একটি গাড়ি। ট্যাক্সির চালক ও যাত্রীদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রায় দু'ঘণ্টা পর উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ও দমকল আধিকারিকরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আসেন বিধায়ক ডা: রাণা চট্টোপাধ্যায়। সম্পূর্ণভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় ট্যাক্সিটি। গ্যাস কাটার দিয়ে ট্যাক্সির দরজা কেটে উদ্ধার করা হয় চালক ও যাত্রীদের। সবারই অবস্থা আশঙ্কাজনক।নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ঘটনায় যানজট তৈরি হয় ওই এলাকায়।

ওয়াকফ বিল বিরোধী বিক্ষোভে এসডিপিআই

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে
বিক্ষোভ প্রদর্শন
১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০২৫

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত এক দশক ধরে সংখ্যালঘু, দলিত, উপজাতি এবং বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে একটি বিভাজনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজেপি শাসিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির নীতি সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক। মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর প্রচেষ্টা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করে গণপিটুনি ও সম্পত্তি ধ্বংসকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, আসাম এবং দিল্লিতে মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও ধর্মীয় স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ১০ লাখেরও বেশি মানুষকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রাচীন মসজিদ, মাদ্রাসা, দোকানপাট ধ্বংসের ঘটনা উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি অধিকার কেড়ে নিতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস করতে চলেছেন। দেশজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিজেপি সরকার যৌথ সংসদীয় কমিটিতে এই বিল পাশ করিয়ে লোকসভায় পেশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করে। তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গসহ একাধিক রাজ্যে প্রতিবাদ হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার তাতিবাগান, নদিয়ার নাকাশিপাড়া, বীরভূমের লোহাপুর, মুর্শিদাবাদের রানীনগর, হরিহরপাড়া, ডোমকল, লালগোলা, সাগরদিঘী, রঘুনাথগঞ্জ, সামসেরগঞ্জ এবং সুতিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। নেতা কর্মীরা ওয়াকফ বিলের প্রতীকী কপি পুড়িয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কুশপুতুলও দাহ করা হয়। রাজ্য সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সুমন মন্ডল রানীনগরে উপস্থিত হয়ে বলেন, "ওয়াকফ সংশোধনী বিল মুসলিমদের অধিকার হরণ এবং সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং বিলটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাই।" অন্যদিকে রাজ্য সম্পাদক মাসুদুল ইসলাম হরিহরপাড়ার বিক্ষোভে বলেন, এই বিল গণতন্ত্রের বিরোধী। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সরকারের এই ষড়যন্ত্র কখনো সফল হবে না। প্রতিবাদ আরও জোরদার হবে।"

তৃণমূল কাউন্সিলরকে শোকজ করে ৫ দিনের মধ্যে জবাব চাইল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নারকেলডাঙার আগুন লাগার ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলারকে শোকজ করল দল। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে তাকে শোকজ এর জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। কলকাতা পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শচীন সিংহ কে শোকজ করল তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল কাউন্সিলর দলের মুখ্য সচেতন এবং ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত জানিয়েছেন বুধবার বিকেলে শচীন সিংহকে শোকজ চিঠি পাঠানো হয়েছে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে চিঠির উত্তর দিতে হবে তাকে। আগে সেই জবাব আসবে তারপর সেই চিঠির তার বক্তব্যের উপরে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি নারকেলডাঙারএকাধিক ঝুপড়ি আগুন লেগে পুড়ে যায়, আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় স্থানীয় এক এলাকাবাসীর ওই ঘটনার পর এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন বাসিন্দারা তাকে ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ হয় পরের দিন মেয়র শ্রীরাধা এলাকায় পরিদর্শনে গেলে তার সামনে কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে খুব উগড়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরের দিন ঘটনাস্থলে গেলে তার সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়। মেয়র ঘটনাস্থল থেকে চলে গেলে দু-গোষ্ঠী মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা কাউন্সিলর শচীন সিংহের বিরুদ্ধে খবরে দেওয়ায় এবং তাকে ঘিরে বিক্ষোভের ঘটনায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট হন। তিনি অবিলম্বে এ বিষয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে পদক্ষেপ নেওয়া নির্দেশ দেন তারপরেই তাকে শোকজ লেটার পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে নারকেলডাঙার স্থানীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। এরপর স্থানীয় কাউন্সিলর ও তার অনুগামীরা নারকেলডাঙ্গা থানার সামনে অবস্থানে বসেছিল। এর আগেও নারকেলডাঙার স্থানীয় কাউন্সিলর শচীন সিংহের বিরুদ্ধে উত্তর কলকাতার জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ বারবার ক্ষোভ জানিয়ে এসেছে। এবার তাই দল নারকেলডাঙার কাউন্সিলরকে শোকজ লেটার পাঠাল।

আমডাঙায় জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু করতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙায় জমি জটে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার এই জাতীয় সড়কে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ করতে গিয়ে প্রশাসন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দিল। প্রশাসনকে এবং এন এইচ এ আই কে হঠাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় জেলায় পুলিশের সংখ্যা কম থাকলে আশেপাশে জেলা থেকে এমনকি ব্যাটেলিয়ান থেকে ফোর্স নিয়ে এসে ওই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কাজ শুরু করতে হবে অবিলম্বে। কোনভাবেই যাতে ওই জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ আটকে না যায় তা দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। হাইকোর্টে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানায় স্থানীয় গোলমালের জন সম্প্রসারণ এর কাজ আটকে রয়েছে। এলাকার মানুষজন বাধা দেওয়ায় সেখানে কাজ এগনো যাচ্ছে না। স্থানীয় মানুষজন রাস্তা অবরোধ করে রেখে দিচ্ছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বারাসাত ডাকবাংলা মোড় থেকে আমডাঙার সন্তোষপুর পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমডাঙার সন্তোষপুর থেকে রাজবেড়িয়া মোট পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে সেখানকার জমি দাতারা বাধা দেওয়ায়। ওই এলাকায় জমিদাতাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য সাড়ে ৭০০ কোটি টাকার বেশি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য কোষাগরে জমা দিয়েছে তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৪০০৮৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে জমিদাতাদের। কিন্তু এই এলাকায় রাস্তার ধারে সরকারি জমি দখল করে যারা রয়েছেন তারা নিজেদের জমিদাতা বলে ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। এরপরই হাইকোর্ট করা নির্দেশ দেয় যত দ্রুত সম্ভব জটিলতা কাটিয়ে রাজ্য সরকারকে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে। একইভাবে কাজ আটকে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিন্নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি এলাকায়। এই দুই জায়গাতেই নির্দেশ কার্যকর হলো কিনা ২৭ শে মার্চ সব পক্ষকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে।

চিকিৎসা করাতে আসা শিশুর বমি সাফ করানো হল তার বাবাকে দিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

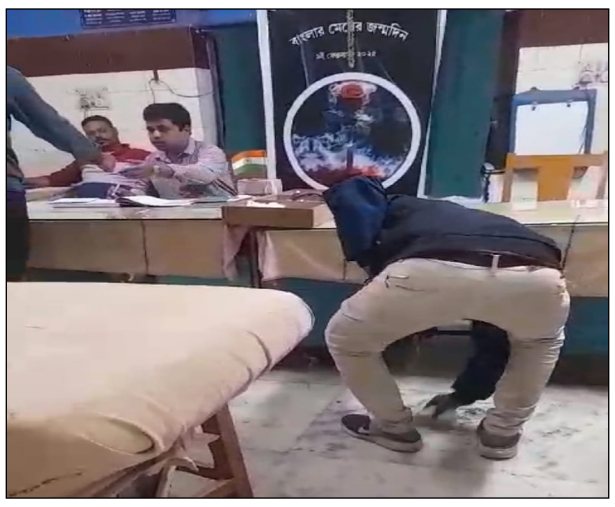

আপনজন: জোরপূর্বক চিকিৎসা করাতে আসা নাবালিকা শিশু কন্যার বমি পরিষ্কার করানো হল তার বাবাকে দিয়েই। ঘটনায় হাসপাতাল সুপার এর কাছে লিখিত অভিযোগ শিশুকন্যার বাবার, অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্ত ডাক্তারের। ঘটনা তদন্ত করে দেখা হবে জানালেন সুপার । শুরু রাজনৈতিক তরজা।

ফের অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো নদীয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। অভিযোগ গতকাল রাতে শান্তিপুর হরিপুর মেলের মাঠ এলাকার বাসিন্দা সমীর শীল তার পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে জ্বর এবং বমি সংক্রান্ত অসুবিধার কারণে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান, তখনই এমার্জেন্সিতেই বমি করে ফেলে ফুটফুটে ছোট্ট নাবালিকা শিশুটি, হাসপাতালের ভেতরে বমি করেছে শিশু তাই পরিষ্কার করতে হবে তার বাবাকেই। এরপরেই জোরপূর্বক শিশুকন্যার বাবাকে দিয়ে বমি পরিষ্কার করায় এমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসক তন্ময় সরকার। ঘটনায় ডাক্তারকে একাধিকবার বললেও ডাক্তার জানান এটা রোগীর পরিবারের কর্তব্য। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে আজ শান্তিপুর হাসপাতালে সুপার এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ওই শিশু কন্যার বাবা সমীর শীল। ঘটনায় এই ঘটনা ঘটে থাকলে তা তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান শান্তিপুর হাসপাতালের সুপার তারক বর্মন। অপরদিকে অভিযুক্ত ডাক্তার জানান রোগীর বাবা নিজেই বলেছিলেন তিনি বমি পরিষ্কার করে দেবেন, তাই তিনি বমি পরিষ্কার করার কথা বলেন। তবে তাকে কোনো রকম জোর করা হয়নি। এরপরেও যদি রোগীর পরিবার অভিযোগ করেন তাহলে তার কিছু বলার নেই। অপরদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা শান্তিপুর বিধানসভার বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী। তবে এই অমানবিক চিত্র সামনে আসতেই রাজ্যের শাসকদল এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এখন দেখার এই ভিডিও সামনে আসার পর এবং শিশু কন্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে শান্তিপুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। যদিও এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে মনে করছে শান্তিপুরবাসী।

সব দলের নেতা-নেত্রী পঞ্চায়েত ভবন উদ্বোধনে

SADLICHAK GRAM PANCHAYAT

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাজনীতি ভুলে সব দলের নেতারা এক মঞ্চে। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের সাদলীচক গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন নতুনরূপে সাজানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার ফিতা কেটে পঞ্চায়েত ভবন উদ্বোধন করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ও হরিশ্চন্দ্রপুর ৪৬ বিধানসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার,কুমেদপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানা ও সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আফসানা খাতুন ও বিরোধী দল নেত্রী মোসাম্মৎ কাশমিরী আকতার সহ সব দলের নেতা কর্মীরা। পঞ্চায়েত প্রধান আফসানা খাতুন বলেন,পঞ্চায়েত ভবনটি বহু পুরো। জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে দুই দফায় প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চায়েত ভবন সংস্কার করার পাশাপাশি নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য বসার জায়গা ও শিশুদের খেলার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম রাখা হয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জল ও শৌচালয় সহ নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

চালের দাম বাড়ানোর প্রচার ঠিক নয়, অভিযোগ রাইস মিল সমিতির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

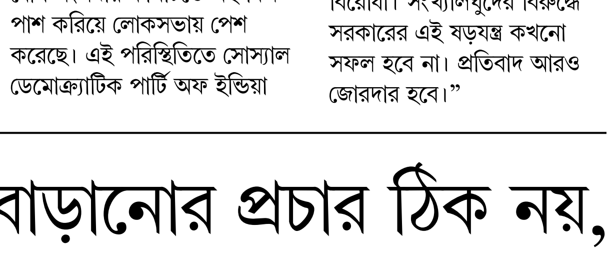

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান, যা শস্য গোলা নামে পরিচিত, সেখানে খুচরো বাজারে চালের দাম বাড়ছে বলে প্রচার শুরু হয়েছে।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মধ্যে এ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে এই প্রচারকে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর বলে দাবি করলেন পূর্ব বর্ধমান রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন তথা বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক।

তিনি বলেন, "রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের মধ্যে ৯ কোটি মানুষ রাজ্য সরকারের রেশন ব্যবস্থার আওতায় বিনামূল্যে চাল পেয়ে থাকেন। ফলে বাজারের উচ্চমূল্যে চাল কেনার প্রয়োজন খুব কম সংখ্যক মানুষের হয়। যাঁরা ব্র্যান্ডেড মোড়কজাত চাল কেনেন, তাঁদের জন্য দামের পার্থক্য থাকতেই পারে। এটি স্বাভাবিক।"

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, "চালের দাম খুব বেশি বাড়েনি, বরং এটি বাজারের স্বাভাবিক ওঠানামার ফল। যখন চাহিদা বাড়ে, তখন কিছুটা দাম বাড়তে পারে। তবে ধানের দাম বৃদ্ধির ফলে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন, যা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক।"

এদিকে, সাধারণ ক্রেতাদের একাংশ মনে করছেন, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কর ব্যবস্থার কারণে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। বিশেষত খোলা বাজারে চালের মূল্যবৃদ্ধি যেন নিম্নবিত্তদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন।

পারিবারিক পুনর্মিলনী কেন্দ্র ভেঙে ফেলছে উত্তর কোরিয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

শিক্ষিকার বদলির আর্জি আটকে রাখায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

রূপসী বাংলা

দিল্লিতে কেজরিওয়াল ‘ডাউন’, কিন্তু এখনো ‘আউট’ নন

সম্পাদকীয়

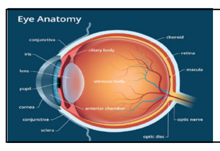

‘চোখ কি? ‘চোখ’ কিভাবে কাজ করে

স্বাস্থ্য সাথী

RIYADH
READY FOR THE BEST?

বিশ্বকাপেও সৌদি আরবে নিষিদ্ধ থাকবে মদ

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১ ফাল্গুন ১৪৩১
১৫ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 44 ■ Daily APONZONE ■ 14 February 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাংলায় ‘একলা চলো’, কেন্দ্রে জোট, তৃণমূলের ২০২৬ সালের কৌশল নিয়ে বললেন অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার পুনরায় নিশ্চিত করেছেন, তৃণমূল ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, রাজ্যে তার ‘একলা চলো’ নীতি বজায় রেখে কেন্দ্রে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শরিক হিসাবে থাকবে। নিজের ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাতগাছিয়ায় ‘সেবাশ্রয়’-এর একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অতীতে তৃণমূল একা ভোটে লড়েছে এবং তা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমরা বাংলায় একাই লড়ব। এটা নতুন কিছু নয়। ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে আমরা একাই লড়েছি। তখন আমরা ভালো পারফর্ম করেছি এবং আবারও করব। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলে বাংলায় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১২ টি আসন জেতা আটকানো যেত, এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের সমর্থনই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একা লড়ছি নাকি জোট বেঁধেছি, তাতে খুব একটা ফারাক হয় না। বড়জোর দু-চারটে আসনের ব্যবধান থাকতে পারত, এর বেশি কিছু নয়। ২০২৬ সালে সম্ভাব্য জোট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিষেক আলোচনার জন্য দরজা খোলা রাখলেও দলের বর্তমান অবস্থানে অনড় ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমরা বৃহত্তর কারণে ইন্ডিয়া জোটের অংশ। কিন্তু বাংলায় আমরা বরাবরই একা লড়েছি ও জিতেছি। আমরা আবার এটি করব। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ঐক্য ও জোটের কৌশল নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যেই তৃণমূল নেতার এই মন্তব্য। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে ২০২৬-এ তৃণমূল রাজ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে ও কংগ্রেসের সাথে কোনও জোটের সম্ভাবনা একেবারেই নাকচ করে দেন।

মণিপুরে এবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ঘোষণা রাষ্ট্রপতির

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং পদত্যাগ করার চার দিন পর বৃহস্পতিবার মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল। একই সঙ্গে বিধানসভাও স্থগিত করা হয়েছে। মণিপুরে কেন্দ্রীয় শাসন ঘোষণা করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মনে করেন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সংবিধানের বিধান মেনে সেই রাজ্যের সরকার কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে না। অতএব, এখন, সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে মণিপুর রাজ্য সরকারের সমস্ত কাজ সেই রাজ্যের রাজ্যপালের উপর অর্পণ করছি। গত রবিবার পদত্যাগের ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। এদিন তিনি রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরের দিন সোমবার রাজ্যের বিধানসভায় সম্ভাব্য অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি হওয়ার আগেই বিজেপির এই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ান। রবিবার গত রবিবার পদত্যাগের ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। রবিবার তিনি রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।

ওয়াকফ বিল ও ইউসিসিকে ‘অসাংবিধানিক’ আখ্যা দিল মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) ওয়াকফ আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছে, এগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে এবং সরকার বিলটি প্রত্যাহার না করলে দেশব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। বোর্ড ইউনিফর্ম সিভিল কোডের (ইউসিসি) বিরোধিতাও পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে যে এটি অবাস্তব এবং বৈষম্যমূলক।
দিল্লিতে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মৌলানা খালিদ সইফুল্লা রহমানি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধান রক্ষা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি অভিযোগ করেছেন যে সরকার মুসলিমদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, এই বিলটি একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। ওয়াকফ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, একে দুর্বল করার কোনও পদক্ষেপ আমরা মেনে নেব না। ইউসিসি সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন, উত্তরাখণ্ড সরকার উপজাতি সম্প্রদায়কে ছাড় দিয়েছে। তা

PRESS CLUB OF INDIA
Press Club of India

প্রমাণ করে আইনটি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নয়। আমরা সম্ভাব্য সব সাংবিধানিক ও আইনি উপায়ে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানাব।
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ও এআইএমপিএলবি-র সহ-সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি বলেন, তারা উত্তরাখণ্ডে ইউসিসিকে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন এই যুক্তিতে যে ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেয়। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ইউসিসি চাপিয়ে দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা প্রতিহত করবে।
বোর্ডের সহ-সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ খান আজমি সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতি অসৎ আচরণের অভিযোগ এনেছেন। যদিও তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ওয়াকফ আইনে সংস্কারের শুধু বিরোধিতা নয়, তিনি প্রস্তাবিত সংশোধনীর পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, এটা সংস্কারের বিষয় নয়, মুসলিম ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়। প্রয়োজনে আমরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামব।
বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফজলুর রহিম মুজাদ্দিদি অভিযোগ করেন, সরকার উন্নয়নের নামে মুসলমানদের হয়রানি করতে চায়।
জামায়াতে-ইসলামী হিন্দের সহ-সভাপতি মালিক মোহতাসিম খান ওয়াকফ বিল নিয়ে জেপিসির (যৌথ সংসদীয় কমিটি) রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, বিল বা রিপোর্ট কোনোটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সরকারকে অবশ্যই এটি প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি সংসদে এই বিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য বিরোধী দলগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সহকর্মীদের সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। এই লড়াইয়ে জামায়াতে ইসলামী বোর্ডের পাশে আছে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ওয়াকফ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যের অভিযোগ এনেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দের, সরকার যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাহলে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে ও এর পরিণতির জন্য সরকার দায়ী থাকবে।
বোর্ডের মুখপাত্র ঘোষণা করেন, বিলটি প্রত্যাহার না করা হলে এআইএমপিএলবি সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করবে। আমরা সরকারকে অনুরোধ করছি আমাদের উদ্বেগগুলো বুঝতে। আমরা ইউসিসিকে আইনিভাবে চ্যালেঞ্জও জানাব।
এদিন প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা মোহাম্মদ আলী মহসিন তাকভি, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. এস কিউ আর ইলিয়াস প্রমুখ।

৫৪টি মুসলিম নামযুক্ত গ্রামের নাম বদল হবে: মুখ্যমন্ত্রী যাদব

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জেলার ৫৪টি গ্রামের নাম বদলের কথা ঘোষণা করলেন। পিপালরাওয়ান গ্রামে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যাদব বিজেপির জেলা সভাপতি রাই সিং সেন্ধুর কাছ থেকে জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। জেলা সভাপতির যুক্তি, স্থানীয় বাসিন্দাদের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নাম বদল করা হয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী জেলা কালেক্টরকে নাম বদল কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। নাম পরিবর্তিত গ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে মুরাদপুর, হায়দারপুর, শামসাবাদ এবং ইসলামনগর, যার নাম যথাক্রমে মুরলীপুর, হীরাপুর, শ্যামপুর এবং ঈশ্বরপুর করা হবে। এ ব্যাপারে ভোপালের ইতিহাসবিদ ড. মীরা শাহ বলেন, মুসলিম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যুক্ত গ্রামগুলির নাম পরিবর্তন করা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মুছে ফেলার একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ভূমিকে রূপ দিয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
☎ 6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৫ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

জিহ্বার বিষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় বলিয়াছেন—“শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।’/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।” কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর ‘বাবু’ রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ ‘পারিষদ’ আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন—বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।’ আমরা আসলে এই ‘কুসিত কালচার’ হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল—ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে ‘জিহ্বা সংযত রাখা’ বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন—‘যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন—এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল—বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন—কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল—তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

•••••••••••••

দিল্লিতে কেজরিওয়াল ‘ডাউন’, কিন্তু এখনো ‘আউট’ নন

দীর্ঘ ২৭ বছর পর বিজেপি যে এবার দিল্লি দখল করবে, সেই দেয়াললিখন স্পষ্ট ছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ললাটলিখনও। আম আদমি পার্টির (আপ) সর্বাধিনায়ক কোনো লিখনই খণ্ডাতে পারেননি। পারার কথাও ছিল না। নিজে হারলেন, দলকেও ডোবালেন। এখন তাঁর আত্মমন্থনের সময়। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।**

দীর্ঘ ২৭ বছর পর বিজেপি যে এবার দিল্লি দখল করবে, সেই দেয়াললিখন স্পষ্ট ছিল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ললাটলিখনও। আম আদমি পার্টির (আপ) সর্বাধিনায়ক কোনো লিখনই খণ্ডাতে পারেননি। পারার কথাও ছিল না। নিজে হারলেন, দলকেও ডোবালেন। এখন তাঁর আত্মমন্থনের সময়।

একদিকে কেজরিওয়ালের একের পর এক ভুল ও চারিত্রিক পরিবর্তন; অন্যদিকে বিজেপির যুদ্ধংদেহী মনোভাব লড়াইটা অসম করে তুলেছিল। দিল্লিবাসীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আপ নামক ‘আপদ’ বিদায় না করলে জনতাকে পস্তাতে হবে। জনজীবন জেরবার হবে।

দুই-আড়াই বছর ধরে দিল্লিতে রাজনীতি ও শাসনের নামে যা চলছিল, তা ছিল ওই হুংকারের সংক্ষিপ্ত ট্রেলার। শেষ পর্যন্ত দিল্লিবাসী মোদির গ্যারান্টির ওপর ভরসা রাখাকেই ঠিক মনে করেছেন। আগামী পাঁচ বছর তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনের সময়।

এটা ঠিক, ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কেজরিওয়াল ও তাঁর দল নিরুদ্বেগে রাজ্য চালিয়েছে। বিকল্প রাজনীতির ক্যানভাসে বিরোধীদের আঁচড় পর্যন্ত কাটতে দেয়নি। উপায়ান্তর না দেখে কেজরিওয়ালের কর্তৃত্বে মোদি প্রথম রাশ টানেন ২০২১ সালের মার্চে দিল্লি শাসন-সম্পর্কিত আইন সংশোধন করে।

ওই সময় নির্বাচিত সরকারের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান করে তোলা হয় অনির্বাচিত ও কেন্দ্র মনোনীত উপরাজ্যপালকে। ওই বছরের নভেম্বরেই কেজরিওয়াল করে বসেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বড় ভুল। চালু করেন নতুন আবগারি (মদ) নীতি। সেই নীতি যে তাঁর গলার কাঁটা হয়ে খচখচ করবে, তা বোঝেন পরের বছর। উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাকসেনার নীতি কার্যকরের ক্ষেত্রে অসম্মতি জানানোর পাশাপাশি সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করার সময়।

কেজরিওয়ালের ধাক্কা খাওয়ার সেই শুরু। তত দিনে অভিযোগ উঠে গেছে, নতুন নীতি রূপায়ণের জন্য আপ নেতৃত্ব মদ কারবারিদের কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ঢেউয়ে ভেসে ক্ষমতায় আসা আপ নেতৃত্ব সততা ও স্বচ্ছতার যে চালচিত্র তৈরি করেছিলেন, সেই প্রথম তা কালিমালিপ্ত হলো। একে একে জেলে যেতে হয় সত্যেন্দ্র সিং, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং, কেজরিওয়ালদের। বিতর্কের মুখে নীতি প্রত্যাহার করেও পার পায়নি দল।

দিল্লিবাসী তবু কেজরিওয়ালকে ভরসা করেছিলেন জনমুখী নীতির কারণে। শুরু থেকেই দরিদ্রদের আর্থিক সুরাহার দিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন। গরিব, প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে তিনি পাড়া-মহল্লায় নিয়ে এসেছিলেন। বিনা খরচে ডাক্তার-বদ্যি ওষুধের ব্যবস্থায় খোলেন প্রায় ৫০০ মহল্লা ক্লিনিক। এর দরুন দিল্লি পৌরসভার ভোটেও বিজেপিকে হারিয়ে আপ জয়ী হয়। প্রমাদ গোনে বিজেপি। রাশ টানতে আইন বদলে পৌরসভাকেও কেন্দ্র নিয়ে আসে উপরাজ্যপালের এখতিয়ারে। গণতন্ত্রের অন্তর্জলি-যাত্রা পাকাপাকি করে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি পরায় কেন্দ্র। উপরাজ্যপালের সম্মতি বিনা কিচ্ছুটি করার জো রইল না দিল্লির নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর।

মোদির মনোভাব ও আগ্রাসী নীতি আঁচ করে কেজরিওয়াল শোধরাতে পারতেন। কিন্তু ২০২২ সালে পাঞ্জাব দখল তাঁর উচ্চাশা তুঙ্গে তোলে। কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের নীতি যত তীব্র হয়, ততই তিনি কোণঠাসা হতে থাকেন রাজনৈতিকভাবে। অথচ পূর্বসূরি শীলা দীক্ষিতের শাসনের স্টাইল দেখে তিনি কৌশলী হতে পারতেন। মানুষের স্বার্থে শীলা কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সাহায্য নিয়েছিলেন। ডিজেলচালিত সরকারি বাস তুলে দিয়ে গ্যাসচালিত করতে, বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার বেসরকারীকরণে, রাস্তা-ফ্লাইওভারের মতো অবকাঠামো নির্মাণ কিংবা হাসপাতাল গড়তে জমি পেতে। সমকালীন রাজনীতিতে যাঁকে কেজরিওয়াল শ্রদ্ধা করেন, নানা সময় নানা বিষয়ে যাঁর পরামর্শ নেন, পশ্চিমবঙ্গের সেই সর্বজনীন দিদির দৃশ্যমান যাপিত জীবন থেকেও তিনি শিক্ষা নিতে পারতেন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তৈরি বাসস্থানে মমতা বা বুদ্ধদেব সহজেই উঠে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। কেজরিওয়ালের বোঝা উচিত ছিল, রাজনীতিতে ‘পারসেপশন’ই প্রথম ও শেষ কথা।

অথচ কেজরিওয়াল পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াই করে গেলেন শেষ দিন পর্যন্ত। তাতে ব্যাহত হলো পানীয় জল সরবরাহ। মেরামতের অপেক্ষায় নিষ্প্রদীপ পড়ে রইল অগুনতি ভাঙাচোরা রাস্তা। ভেঙে পড়ল নিকাশিব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ। শিকেয় উঠল যাবতীয় সরকারি পরিষেবা। বাড়তে থাকল বায়ু ও শব্দদূষণ। যমুনা হতশ্রী রূপ নিল। ভোগান্তি বাড়ল আম আদমির। বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের লেজেগোবরে করে কেজরিওয়াল আপের তরি যমুনায় ডোবালেন।

দলের কফিনে শেষ পেরেকটিও কেজরিওয়ালেরই ঠোকা। ‘শিশমহল’ নির্মাণের সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছিলেন, কোন যুক্তিতে, সেই বিস্ময়ের ঘোর এখনো কাটেনি। শিশমহল নামটি বিজেপিরই দেওয়া। পুরোনো দিল্লির সিভিল লাইনস এলাকায় ৬, ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের এই বাংলো মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি নিবাস হিসেবে তৈরির সিদ্ধান্ত কেজরিওয়ালেরই। সেই সরকারি বাংলোর খোলনলচে বদলাতে কেজরিওয়াল ৪৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা কেন খরচ করলেন, কোন যুক্তিতে, আজও তা অজানা! কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনি শুনিয়ে আসা আম আদমির নেতার কেন এই অপ্রয়োজনীয় বিলাসী সিদ্ধান্ত, এর সদুত্তর কেজরিওয়াল আজও দিতে পারেননি।

অথচ কেজরিওয়ালই বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তিন-চার কামরার একটা ফ্ল্যাটই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির সবাই প্রতিটি জনসভায় ‘শিশমহল’ প্রসঙ্গ টেনে ‘ভোগী ও ভণ্ড’ কেজরিওয়ালকে বেআবরু করেছেন। আবগারি নীতির মতো এর মোকাবিলাও তিনি করতে পারেননি।

সমকালীন রাজনীতিতে যাঁকে কেজরিওয়াল শ্রদ্ধা করেন, নানা সময় নানা বিষয়ে যাঁর পরামর্শ নেন, পশ্চিমবঙ্গের সেই সর্বজনীন দিদির দৃশ্যমান যাপিত জীবন থেকেও তিনি শিক্ষা নিতে পারতেন। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য তৈরি বাসস্থানে মমতা বা বুদ্ধদেব সহজেই উঠে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। কেজরিওয়ালের বোঝা উচিত ছিল, রাজনীতিতে ‘পারসেপশন’ই প্রথম ও শেষ কথা। রাজনীতির ব্যাকরণ বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা আপকে রাজনীতিই শেষ পর্যন্ত পাল্টে দিল! নিজের তৈরি ভাবমূর্তি নিজের হাতে খান খান করে ভাঙার খেসারত আগামী পাঁচ বছর কেজরিওয়ালকে দিতে হবে। আগামী দিনগুলো কেজরিওয়ালের পক্ষে আরও বেশি চ্যালেঞ্জের। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিজেপি আবগারি মামলায় তাঁকে আরও ব্যতিব্যস্ত করবে। আম আদমির কাছে হারানো জমি ফেরত পেতে কংগ্রেসও আরও তৎপর হবে। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে সরকার ফেলার তৎপরতা শুরু হয়েছে।

কংগ্রেসের দাবি, আপের অন্তত ৩০ জন বিধায়ক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ইন্ডিয়া জোটের কার্যত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বিজেপির ক্ষিপ্রতা আরও বাড়াবে। ধর্মীয় মেরুকরণের তীব্রতাও বেগবান হবে। দান-খয়রাত নীতির তীব্র বিরোধিতা করেও কেজরিওয়ালের জনমুখী অস্ত্রে তাঁকে বধ করার পর কত দিন তা চালানো হবে, আজ বা কাল সেই সংশয় দেখা দেবেই। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই তা দেখা গেছে। এতে সবচেয়ে সংকটে পড়বে তাঁরাই, যাঁদের সুরাহা দিয়ে আম আদমি পার্টি দিল্লিকে তার খাসতালুক বানিয়েছিল।

সংকট সুযোগেরও জন্ম দেয়। ২০২০ সালের তুলনায় এবার আপের ভোট ১০ শতাংশ কমেছে। এত প্রতিরোধ সত্ত্বেও এবার তারা ভোট পেয়েছে ৪৩ দশমিক ৮ শতাংশ। এর মানে, দিল্লির প্রান্তিক ও আম আদমি কংগ্রেসের মতো আপকে ছুড়ে ফেলেনি। দরজাও পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি। ভুল শুধরে আমজনতার রাজনীতি আঁকড়ে থাকলে কেজরিওয়ালদের জন্য ফেরার পথ খোলা থাকবে। পরাজিত তাঁরা অবশ্যই, কিন্তু শোকগাথা লেখার সময় এখনো আসেনি। ‘ডাউন’ হলেও তাঁরা ‘আউট’ নন এখনো।

সৌজন্যে: প্র. আ.

আপন কণ্ঠ

ওবিসি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সংখ্যালঘুদের চাকরি চরম অন্ধকারে

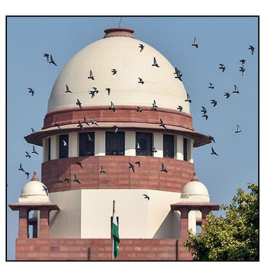

২০১১ সালে অমল চন্দ্র দাস এবং ২০২০ সালের আত্ম দ্বীপের জনস্বার্থে করা ওবিসি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ মে- ২০২৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস ‘রাজা শেখর মহান্তা’ এবং ‘তপব্রত চক্রবর্তী’র ডিভিশন বেঞ্চ ওবিসি মামলার রায়ে উল্লেখ করে যে , 2010 সালের পর থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক ইস্যু করা ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা হলো এবং বলেন এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। এই অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এদিকে গত ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৫ সালের অবনী কুমার ঘোষের ফাইল করা এসএলপিতে রাজ্য সরকার এবং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট উপস্থিত না থাকায় মামলাটি আবেদনকারীদের পক্ষেই যেতে চলেছে। ফলে রাজ্যের 14 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হবে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণে ? নাকি আর এস এস এর সঙ্গে সমঝোতার কারণে ? অপরদিকে চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে আত্মদীপের ওবিসি মামলা শুনানি আছে। তাদের পিটিশন ছিল ২০১০ সালের পর থেকে সুবিধা প্রাপ্ত সকল ওবিসি সার্টিফিকেট ব্যবহারকারী চাকুরীজীবীর চাকরি বাতিল করতে হবে এবং তাদের বেতন রাজ্য খাতে সুদসহ ফেরত দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী এবং চাকরিজীবীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিলেন এই রাজ্য সরকার। এর ফলে আগামীতে শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে এবং চাকুdvতে সংরক্ষণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত থাকবে। যা মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে এক ভয়ঙ্কর কালো অধ্যায়।

তৌহিদ আহমেদ খান
হাওড়া

আপন কণ্ঠ

‘ওয়াকফ বিল ২০২৪’-এর নামে ওয়াকফ সম্পত্তি নিলামের পাঁয়তারা

কখনও কখনও ‘সংস্কার’ এর নামে কেন্দ্র অথবা বিভিন্ন প্রদেশ সরকার এমন সব বিল নিয়ে আসে, বাহ্যত দেখতে এগুলো বড়ই সরল এবং সুষ্ঠু বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এর পেছনে থাকে এক বড় উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতি। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ ঠিক এমনি এক পরিকল্পনা, যার পেছনে ‘উন্নয়ন’ -এর মোড়কে জড়িয়ে রয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি অধিগ্রহণের এক বিপজ্জনক ছক।

সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে ৩১ জানুয়ারি। চলবে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন ১৩ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে ১০ মার্চ। চলতি বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়াংশে অর্থ বিল, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সহ মোট ১৬টি বিল রয়েছে, যা পাস করানোর লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ সালের অগস্ট মাসে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের খসড়া সংসদে পেশ করা হয়েছিল। এই বিল নিয়ে বিরোধীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সংসদের অধিবেশন সাসপেন্ড করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ওয়াকফ বিল যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) -তে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৭ জানুয়ারি যৌথ কমিটিতে এই বিলে অনুমোদন জানায়।

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে কিভাবে দেশের ওয়াকফ সম্পত্তি হড়প করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবার আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথম কথা- ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তিকরণ। এটা কি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের উপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নয় ? প্রস্তাবিত বিলের সর্বাধিক বিতর্কিত বিধান হচ্ছে, অমুসলিম সদস্যদের এখন ওয়াকফ বোর্ড এবং সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাহলে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, দেশের মন্দির এবং গুরুদুয়ারা প্রশাসন যখন কেবল নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে থাকে, তাহলে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্যদের হস্তক্ষেপ থাকবে কেন ? সরকার কি তাহলে কোনো মন্দির বা গুরুদুয়ারা প্রবন্ধন কমিটিতে মুসলমান কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আনার সৎসাহস প্রদর্শন করবে ? যদি তা না হয়, তাহলে ওয়াকফ বোর্ডে কেন এধরনের হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করা হচ্ছে ?

অথচ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬-তে বলা হয়েছে যে, যেকোনো ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের নিজেদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নৈতিকতা, স্বাস্থ্য এবং জনশৃঙ্খলা সাপেক্ষে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে যেকোনো প্রতিষ্ঠান গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার রয়েছে। এখানে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। যাকে ‘ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার’ বলে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল নিয়ে। ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোন বিরোধ নিস্পত্তির জন্য একটি বিশেষ ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। যে ট্রাইব্যুনালে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫ -এর ধারা ৮৩ অনুসারে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল গঠন করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলে সেই ট্রাইব্যুনাল থেকে ‘মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ’দের রাখার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখন যে কোনও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওয়াকফ সম্পত্তি মামলার রায় প্রদান করতে পারবেন, যিনি কখনও ইসলামিক আইনের একটি ছত্রও পড়ে দেখেন নি। ওয়াকফ সংশোধনের নামে এটা কি ইসলমী আইনের সঙ্গে মশকরা নয় ?

ھیہ پردیش وقف
WAQF BOARD

এই সংশোধনী প্রস্তাবের সহজ অর্থ হচ্ছে- এখন ওয়াকফ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সমূহ ইসলামী শরিয়া, ইসলামিক ঐতিহ্য এবং ওয়াকফ আইনের ভিত্তিতে হবে না। সিদ্ধান্ত নির্ণয় হবে রাজনৈতিক নির্দেশাবলীর ভিত্তিতে। আরও সহজ কথায়, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল হবে একটি সরকারী সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল; যেখানে না থাকবে ওয়াকফ সম্পত্তির অস্তিত্ব, না পাওয়া যাবে ওয়াকফ সংক্রান্ত ন্যায়বিচার!

তৃতীয় প্রশ্ন, কেন ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে ? এর অর্থ কি এই, নতুন করে নিবন্ধকরণের দলিল দাও, অথবা সম্পত্তি ছেড়ে সরকারের হাতে তুলে দাও ? নতুন বিল অনুসারে, সকল ওয়াকফ সম্পত্তি আবার নতুন করে নিবন্ধকরণ করতে হবে। আর নতুন রেজিস্ট্রেশননের জন্য মূল নথি জমা দেয়া বাধ্যতামূলক হবে। কথাটি শুনতে কেবল এক আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এটি মারাত্মকভাবে পাতানো একটি জাল বৈ আর কিছু নয়। আমাদের দেশে এমন অনেক ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যা শত শত বছর আগে ওয়াকফ করা হয়েছে। যে সম্পত্তিগুলোর অনেক দলিলই হয়তো কোথাও হারিয়ে গেছে, অথবা উপমহাদেশের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের ফলে এখন আর মূল ওয়াকফ কপি উপলব্ধ নয়। এখন নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে যদি ওয়াকফের মূল দলিল জমা দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সরকার সেই সম্পত্তি অবৈধ বলে ঘোষণা করা একেবারে সহজ হয়ে যাবে।

প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলে আরেকটি মারাত্মক ব্যবস্থা আনার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তা হচ্ছে ‘ওয়াকফ-বাই-ইউজার’ ব্যবস্থার সমাপ্তি ‘। তার মানে, এযাবৎ যে ওয়াকফ সম্পত্তি বছরের পর বছর সময় ধরে ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়ে আসছিল, তাকে ‘ওয়াকফ-বাই-ইউজার’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এই বিধানটি সরানোর কথা বলা হয়েছে। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, যদি কোনও মসজিদ, কবরস্থান বা মাদ্রাসা কয়েক দশক ধরে আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই চলে আসছে, তথাপি সেটি অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে।

এবার প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, সরকার কি কখনও এ জাতীয় নিয়ম কোনও মন্দির বা গুরুদুয়ারার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, বা প্রয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে ? নাকি এই ব্যবস্থা কেবল ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ? সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক যে ব্যবস্থা সংযোজনের কথা ওয়াকফ সংশোধনী বিলে আনা হয়েছে, তা হচ্ছে, এখনও অবধি ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো একটি বিশেষ আইনী সুরক্ষার অধীনে ছিল, যার ফলে সরকার যখন তখন সেই ওয়াকফ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে বা দখল করে নিতে পারে না। এখন এই সুরক্ষা কবচ সরিয়ে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ নতুন ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাস হয়ে গেলে, যে কোনও সরকারী বিভাগ দাবি করতে পারে যে অমুক ওয়াকফ সম্পত্তি সার্বজনীন জমির উপর তৈরি করা হয়েছে, সুতরাং এটি অধিগ্রহণ করে নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, এখন যে কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে চাইলে সরকারের কেবল একটি ‘রিপোর্ট’ চাই। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে যখন তখন সংশ্লিষ্ট ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি সম্পত্তি বলে সরকার ঘোষণা করা যেতে পারে। ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের এরচাইতে সহজ ও আইনি পরিকল্পনা আর কি হতে পারে ?

এবার বুঝে নেয়া দরকার যে, ওয়াকফ সম্পত্তি হড়পের পর এসবের আসল সুবিধাভোগী কে বা কারা হতে পারে ? তার নির্বাচিত তিনটি উত্তর হতে পারে এরকমঃ

১। সরকার যেকোনো সরকারী প্রকল্পের জন্য তা ব্যবহার করতে পারবে।

২। যেকোনো বড় রিয়েল এস্টেট সংস্থা এবং কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলো সেই সম্পত্তি জলের দামে ক্রয় করে তাদের বাণিজ্যিক এস্টেট গড়ে তুলতে পারবে।

৩। কিছু ‘নির্বাচিত’ লোককে রাজনৈতিক স্বার্থে এসব জমি হস্তান্তর করা যেতে পারে।

পরিশেষে যে কথাটি বলতে হয়, তা হচ্ছে, প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল কেবল ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার নতুন দিশা নির্দেশক নয়, এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্টির সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের উপর অনেক বড় এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হস্তক্ষেপের এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠার পথ প্রশস্ত করে দেবে। আর এলার্মিং শেষ কথাটি হচ্ছে- দেশের সংখ্যাগুরু নাগরিকদেরও এই বিল নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতে হবে।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল কেবল এক প্রারম্ভ বলা যেতে পারে। যদি আজ ওয়াকফ সম্পত্তি গুলো লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠে, তাহলে আগামীকাল যে অনেক মন্দির এবং গুরুদুয়ারাগুলোর পালা আসবে না, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে ? সুতরাং বিষয়টিকে কেবল মুসলমানদের নয়, বরং ভারতবর্ষের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের উপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্যক।

আ. ফ. ম. ইকবাল
অসম

প্রথম নজর

আমেরিকায় রেকর্ড উচ্চতায় ডিমের দাম

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে ডিমের দাম। গড় হিসেবে ডজন প্রতি ডিমের দাম দাঁড়িয়েছে ৬০০ টাকার বেশি (৪.৯৫ ডলার), কোথাও কোথাও এটা এক হাজার ২০০ টাকা ছাড়িয়েছে।

মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর জানুয়ারি মাসের মাসিক ভোক্তা মূল্য সূচকে ডিমের এই দাম প্রকাশ করা হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) খবরে বলা হয়েছে, দেশটিতে চলমান বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের কারণে এভাবে আকাশছুঁয়েছে ডিমের দাম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের আগস্টে রেকর্ড হওয়া সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে বর্তমান দাম। এর আগে দাম বেড়ে গড় প্রতি ডজন দাঁড়িয়েছিল চার দশমিক ৮২ ডলারে। চলতি বছরে সেই মূল্যকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ডিমের দামের এই বৃদ্ধি ২০১৫ সালের শেষ বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের পর থেকে সবচেয়ে বেশি। এই দাম বাড়ার কারণে জানুয়ারি মাসে মার্কিন নাগরিকদের খাদ্যব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ বেড়েছে বলে জানান তারা।

শিগগির ডিমের দাম না-ও কমতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা ধারণা করছেন। বরং সামনে স্টার সানডের ছুটিতে আরও লাগামছাড়া হতে পারে এই দাম। দেশটির কৃষি বিভাগ গত মাসেই পূর্বাভাস দিয়েছিল, চলতি বছরে ২০ শতাংশ বাড়তে পারে ডিমের দাম।

সম্প্রতি দেশটিতে কয়েকটি অঞ্চলে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়েছে। এতে খামারিদের উৎপাদন মূল্য বেড়েছে। আগের চেয়ে উন্নতমানের খাবারের পাশাপাশি প্রয়োজন হয় ওষুধ। এর প্রভাব পড়ে ডিমের দামে।

এ ছাড়াও খামারিরা দেশটির ১০টি রাজ্যে চালু হওয়া খাঁচা-মুক্ত ফার্মে মুরগির ডিম উৎপাদন ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন। তাদের ধারণা এতে ওই অঞ্চলগুলোতে ডিমের সরবরাহ কমে গিয়েছে। ফলে বাড়ছে ডিমের দাম।

লন্ডনে অফিসের বেইসমেন্টে রোমান প্রাচীন শহরের খোঁজ মিলল

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে একটি অফিস ব্লকের বেসমেন্টের নীচে আবিষ্কার হয়েছে রোমান ইতিহাস। এটিকে রোমান ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাচীন শহরের প্রথম ব্যাসিলিকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খুঁজে পেয়েছেন। এটি ২ হাজার বছরের পুরনো একটি পাবলিক ভবন। যেখানে প্রধান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। এখন পর্যন্ত পাথরের প্রাচীরের কিছু অংশ আবিষ্কার করেছে, যা আড়াই তলা উঁচু। খননকাজ শেষে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে স্থানটি।

ব্যাসিলিকা হলো (গ্রীক ব্যাসিলিকে) একটি বৃহৎ পাবলিক ভবন। যার একাধিক কাজ ছিল এবং সাধারণত শহরের ফোরামের পাশে নির্মিত হত। প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরের (মোলা) সোফি জ্যাকসন বলেন, ‘এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ভবনটি আমাদের লন্ডনের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানাতে পারে, কেন লন্ডন শহরকে ব্রিটেনের রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক।’ লন্ডনের ৮৫ নম্বর গ্রেসচার্চ স্ট্রিটে এই স্থানটি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে এখানে অবস্থিত অফিস ভবনটি ভেঙে ফেলে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা। পূর্ববর্তী প্রত্নতাত্ত্বিক তদন্তে বর্তমান ভবনের নিচে প্রাচীন ব্যাসিলিকার আনুমানিক অবস্থান প্রকাশ করা হয়েছিল, তাই দলটি কংক্রিটের মেঝের নীচে কী লুকিয়ে আছে তা দেখার জন্য বেশ কয়েকটি ছোট পরীক্ষামূলক গর্ত তৈরি করেছিল।

তৃতীয় প্রচেষ্টায় খনন করার সময় তারা এর খোঁজ পান। সোফি জ্যাকসন বলেন, ‘আপনি রোমান কাজের একটি বিশাল অংশ দেখতে পাচ্ছেন এবং এটি অবিশ্বাস্য যে, এটি এত ভালভাবে টিকে আছে। আমরা এখানে এত কিছু পেয়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত।’

প্রাচীরটি এক ধরণের চুনাপাথর দিয়ে তৈরি। ব্যাসিলিকাটি প্রায় ৪০ মিটার লম্বা, ২০ মিটার প্রস্থ এবং ১২ মিটার উঁচু ছিল।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৮মি.

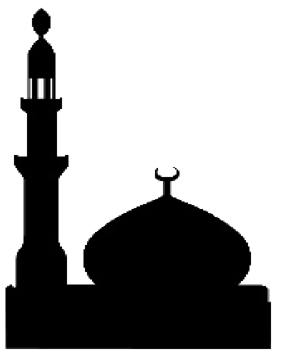

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.০৮
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৬	
মাগরিব	৫.৩৮	
এশা	৬.৪৮	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

আফগানিস্তানের মন্ত্রণালয়ে আত্মঘাতী হামলা, নিহত ১

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের নগর উন্নয়ন ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ে আত্মঘাতী হামলায় একজন নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছেন, তালেবান সরকারের একজন মুখপাত্র এ তথ্য জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় আজ বৃহস্পতিবার এই ঘটনা ঘটে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল মতিন কানি এএফপিকে বলেছেন, ‘আত্মঘাতী হামলাকারী মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। হামলাকারীকে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন গুলি করে।

পারিবারিক পুনর্মিলনী কেন্দ্র ভেঙে ফেলছে উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া পারিবারিক পুনর্মিলন কেন্দ্র ভেঙে ফেলছে। জানা গেছে, কয়েক দশক ধরে কোরীয় যুদ্ধ এবং দেশভাগের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পরিবারগুলোর পুনর্মিলনী হয়ে আসছে এই কেন্দ্রে।

২০১৮ সালে শেষবার উত্তর কোরিয়ার কুমগাং পর্বতে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনী ছিল কোরীয় উপদ্বীপের বিভাজনের পর সর্বশেষ মানবিক আয়োজন। যদিও এগুলো আন্তঃকোরীয় রাজনীতির অস্থিরতার বিষয় ছিল।

সিউলের একীকরণ মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, মাউন্ট কুমগাং পুনর্মিলনী কেন্দ্র ভেঙে ফেলা একটি অমানবিক কাজ, যা বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোর আন্তরিক ইচ্ছাকে পদদলিত করে। দক্ষিণ কোরিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য কঠোরভাবে আহ্বান জানায়।

মুখপাত্র আরও বলেন, উত্তর কোরিয়ার একতরফা ধ্বংসযজ্ঞ কোনো অজুহাতে ন্যায্য হতে পারে না। এই পরিস্থিতির জন্য উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে।

বছরের মাঝামাঝি সময়ে ইরানে হামলা করতে পারে ইসরায়েল: ওয়াশিংটন পোস্ট

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের মাঝামাঝিতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর আগাম হামলা চালাতে পারে ইসরায়েল। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এমনটাই আশঙ্কা করছে বলে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের হামলা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য পিছিয়ে দিতে পারে, তবে এতে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরো বাড়তে পারে এবং বড় ধরনের সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউস, ইসরায়েল সরকার, সিআইএ, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা এবং জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের কার্যালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

তবে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র ব্রায়ান হিউজেস বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেবেন না। তিনি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, ‘যদিও তিনি ইরান সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আলোচনায় বসতে ইচ্ছুক, তবে ইরান ইচ্ছুক না হলে তিনি হয়তো অপেক্ষা করবেন না।’

গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে জড়িত বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইসরায়েল গত অক্টোবরে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য বোমা হামলা চালিয়েছে এবং এখন দেশটিতে পরবর্তী হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে ওয়াশিংটন পোস্ট এসব কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করেনি। ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, জানুয়ারির শুরুর দিকে বিস্তৃত গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর তৈরি করেছিল। এতে সতর্ক করা হয়েছে যে ইরানের ফোরডো ও নাতানজ পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার চেষ্টা করতে পারে ইসরায়েল।

ইরানের পরমাণু প্রকল্প বিষয়ক স্থাপনাগুলো দেশটির দুটি শহরে অবস্থিত—ফরদো এবং নাতাঞ্জ। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি দুটি শহরেই সম্ভাব্য হামলা ঘটবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে।

গাজার ‘মালিকানা’ নিতে ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরোধিতা অধিকাংশ আমেরিকানদের: সমীক্ষা

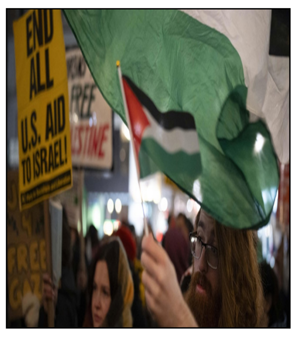

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি গাজা উপত্যকা ‘দখল’ ও ’মালিকানা’ নেয়ার এবং এটিকে ‘মধ্যপ্রাচ্যের রিভেরা’ বানানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন ৬৪ শতাংশ আমেরিকান। বৃহস্পতিবার তুরস্কের বার্তাসংস্থা আনাদোলু অ্যাজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রগতিশীল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং পোলিং ফার্ম ডেটা ফর প্রোগ্রেসের পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাম্পের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এর মধ্যে ৪৭ শতাংশ বলেছেন যে তারা এই পরিকল্পনার ‘তীব্র’ বিরোধিতা করেন এবং ১৭ শতাংশ বলেছেন যে তারা ‘কিছুটা’ এর বিরোধিতা করেন। এদিকে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে ৪৩ শতাংশ রিপাবলিকান এর বিরুদ্ধে ভোট দিলেও ৪৬ শতাংশ রিপাবলিকান এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে এক হাজার ২০০ জনের ওপর করা এই জরিপে উল্লেখ করা হয় যে এ ধরণের পরিকল্পনার মধ্যে গাজায় বসবাসকারী প্রায় ১৮ লাখ ফিলিস্তিনিকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে ‘জোরপূর্বক পুনর্বাসন’ করা হবে। ডাটা ফর প্রোগ্রেস তাদের অনুসন্ধানে বলেছে, ‘গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং সেখানকার ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে স্থানচ্যুত করার বিরুদ্ধে ভোটারদের একটি বড় অংশ এর বিরোধিতা করেছে।’

ট্রাম্পের ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার প্রস্তাব ফিলিস্তিন, বৃহত্তর আরব ও মুসলিম বিশ্ব ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

জার্মানিতে ‘গাড়ি হামলায়’ আহত ২৮, আফগান আশ্রয়প্রার্থী আটক

আপনজন ডেস্ক: কয়েক দিনের মধ্যেই জার্মানির মিউনিখ শহরে একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে ফেডারেল নির্বাচন। এমন সময় সাধারণ মানুষের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটল। এতে অন্তত ২৮ জন আহত হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক আফগান আশ্রয়প্রার্থীকে এরই মধ্যে আটক করা হয়েছে।

এদিকে এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি হামলা সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।

মিউনিখ শহরের কেন্দ্রীয় চত্বরে বৃহস্পতিবার আন্দোলনরত শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেন চালক। তখন তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ।

২৪ বছর বয়সী আফগান আশ্রয়প্রার্থীকে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মিউনিখ পুলিশের উপপ্রধান ক্রিস্টিয়ান হ্যুবার।

বাভারিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মার্কুস স্যোয়েডার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ঘটনাটি ‘ভয়ানক’ এবং ‘দেখে মনে হচ্ছে যে এটি একটি হামলা’।

ঘটনাস্থলে চশমা, জুতা, চেয়ারসহ নানা জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এলেক্সা গ্রিফের মনে হয়েছে, চালক ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় শিথিল হচ্ছে বিক্ষোভ আইন

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়া বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ সম্পর্কিত আইন শিথিল করতে সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে অনুমতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল করার সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি দীর্ঘদিন ধরে অধিকারকর্মীদের জন্য একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল, যারা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এদিন পার্লামেন্টে জানান, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আইনের একটি বিধান, যা বিক্ষোভের আয়োজনের জন্য পূর্বানুমোদনের শর্তারোপ করেছিল, সেটি বিলুপ্ত করা হবে। পুলিশ প্রায়ই এই নিয়মকে বিক্ষোভ বন্ধ করার কারণ হিসেবে ব্যবহার করত। তারা দাবি করত, স্থানীয় সম্পত্তির মালিকদের অনুমতি না থাকলে সমাবেশ করা যাবে না।

কিন্তু বৃহস্পতিবার আনোয়ার ঘোষণা করেন, ‘এখন থেকে অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু পুলিশের কাছে পাঁচ দিন আগে নোটিশ দিলেই চলবে।’

প্রধানমন্ত্রী আরো জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নিয়ম করা হয়েছিল। তিনি নিজেও একজন অভিজ্ঞ বিক্ষোভকারী ছিলেন।

পাশাপাশি তিনি বলেন, সমাবেশের স্থান সম্পর্কেও ‘আরো নমনীয়তা’ দেখানো হবে, যদি না সেই স্থানগুলো নিরাপত্তার জন্য সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে অস্ত্রসহ বিক্ষোভ বা শিশুদের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আইন দীর্ঘদিন ধরে মালয়েশিয়ার এনজিও ও রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় ছিল। কারণ এই আইনের মাধ্যমে অনেক সময় বিক্ষোভ ও সমাবেশ আয়োজন করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। অনেকেই এই আইন বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

এই আইনের অধীনে অংশগ্রহণকারীদের, এমনকি আনোয়ারসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও অনুমোদনহীন সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য প্রায়ই তলব করা হতো এবং তদন্তের মুখোমুখি হতে হতো। ২০১২ সালে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের ওপর পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছিল, যখন তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের সরকারের কাছে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছিল। তখন বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন আনোয়ার, যিনি নিজেও ওই সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২২ সালে আনোয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

যে কারণে ট্রাম্পকে এক কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিল মাস্ক

আপনজন ডেস্ক: ক্যাপিটল ভবনে দাঙ্গার অপরাধে ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছিল। তারই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন এক্স-এর মালিক ইলন মাস্ক। ২০২১ সালে এর সিইও ছিলেন জ্যাক দরসি। ওই বছর ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে আক্রমণ চালিয়েছিল ডনাল্ড ট্রাম্পের অনুগামীরা।

অভিযোগ, নির্বাচনে হার মেনে নিতে পেরে সমাজমাধ্যমে অনুগামীদের ওই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন ডনাল্ড ট্রাম্প। যার জেরে টুইটার এবং ফেসবুক ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল।

ট্রাম্প-এর বিরুদ্ধে টুইটার এবং ফেসবুকের মূল সংস্থা মেটার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। এবার সেই মামলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য এক্স-এর কর্ণধার ইলন মাস্ক ট্রাম্পকে ১ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে।

এর আগে মেটাও মামলা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য ট্রাম্পকে আড়াই কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসেই মেটা এ বিষয়ে সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০২০ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে নেমেছিলেন ডনাল্ড ট্রাম্প। তখন তিনিই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে পরাস্ত হন ট্রাম্প। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত হার স্বীকার করেননি ট্রাম্প। অভিযোগ, সমর্থকদের উত্তেজিত করেছেন তিনি। তারই ফলস্বরূপ ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালায় একদল রিপাবলিকান সমর্থক। ঘটনায় ১৪০ জন পুলিশ কর্মী গুরুতরভাবে জখম হন।

এ ছাড়া এক হাজার ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফেসবুক এবং টুইটার ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয় ভুয়ো খবর ছড়ানোর অপরাধে।

এর কিছুদিন পরেই টুইটার কিনে নেন ইলন মাস্ক। পুরনো সিইও-কে বরখাস্ত করে মাস্ক নতুন টিম তৈরি করেন। টুইটারের নাম বদলে রাখা হয় এক্স। কিছুদিনের মধ্যেই ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট ফিরিয়ে দেন মাস্ক। সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রচারে প্রায় ২০০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ করেছেন মাস্ক। ট্রাম্পও মাস্কের তারিফ করেছেন বার বার। এবার ট্রাম্পকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মাস্ক।

পাকিস্তানে দুই দিনের সফরে এরদোয়ান

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের আমন্ত্রণে দুই দিনের সরকারি সফরে ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের আমন্ত্রণে তিনি এই সফরে এসেছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে রাওয়ালপিন্ডির নূর খান এয়ারবেসে অবতরণের পর পাকিস্তানের শীর্ষ কর্মকর্তারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের আগমনের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ, ফার্স্ট লেডি আসিফ ভুট্টো, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার, প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মুহাম্মদ আসিফ, তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সরকারি ব্যক্তিত্বরা তাকে স্বাগত জানান।

এই সফরে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন। সফরের মূল অংশ হিসেবে পাকিস্তান-তুরস্ক উচ্চ পর্যায়ের কৌশলগত সহযোগিতা পরিষদের (এইচএলএসসিসি) সপ্তম বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করবেন প্রেসিডেন্ট এরদোগান ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ। এই বৈঠকের পর একটি যৌথ ঘোষণা দেওয়া হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। দুই নেতা এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখবেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

‘ক্যালিফোর্নিয়া কিনে নিক ডেনমার্ক’

আপনজন ডেস্ক: ডেনমার্কের অন্তর্গত গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। তার বিরুদ্ধে উপহাস করে এই আবেদনপত্র তৈরি করা হয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়াকে আবার সকল দেশের দেশের সেরা করতে হবে, এই মর্মে একটি আবেদনপত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভার্চুয়াল জগতে। যেখানে বলা হয়েছিল, ডেনমার্ক ক্যালিফোর্নিয়াকে কিনে নিলেই একমাত্র তা সম্ভব হবে। সেই আবেদনপত্রে দুই লাখের বেশি সই পড়েছে। ক্ষমতায় আসার পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড এবং একাধিক পার্শ্ববর্তী দ্বীপ কিনে নেবে।

ডেনমার্কের অন্তর্গত গ্রিনল্যান্ড বাস্তবে একটি স্বশাসিত অঞ্চল। ফলে ট্রাম্পের এই প্রস্তাব বিতর্ক তৈরি করে। ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনোভাবেই তারা আমেরিকার দখলদারি মেনে নেবে না। এরপরেই উপহাসমূলক এই প্রচারপত্র ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে বলা হয়, আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে, তাকে আবার শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য কোপেনহাগেনের উচিত ক্যালিফোর্নিয়ার দায়িত্ব নেওয়া। ওই প্রস্তাবে লেখা হয়েছে, ‘ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কী চাই আপনাদের? সূর্যের উত্তাপ? সমুদ্রের ধারে পাম গাছের জঙ্গল? রোলার স্কেট? তাহলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগটি হাত ছাড়া করবেন না, ডনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া কিনে নিন।’

বলা হয়েছে, ডিসনিল্যান্ডের নাম বদলে করা হবে হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেনল্যান্ড। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাভাকাডোর জন্য বিখ্যাত। তাই প্রস্তাবে লেখা হয়েছে, প্রতিদিন অ্যাভাকাডো টোস্ট খাওয়ার জন্য তৈরি হোন। বেভারলি পাহাড়ে সাইকেলের জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। যারা এই প্রস্তাবনাটি তৈরি করেছেন, তারা জানিয়েছেন, নিছক মজা করেই তারা এই প্রস্তাবটি লিখেছিলেন। কিন্তু প্রায় দুইলাখ মানুষ যে তাতে সই করবেন, তা তারা ভাবতে পারেননি। প্রস্তাবনাটি উপহাস হলেও ক্যালিফোর্নিয়ায় সত্যি সত্যি একটি ছোট ডেনমার্ক আছে। তিনজন ডেনমার্কের অধিবাসী ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণে সরভ্যাং শহরটি তৈরি করেছিলেন। সেখানে ডেনমার্কে পেস্ট্রি থেকে খাবার সব পাওয়া যায়। জনপ্রিয় পর্যটকস্থলটির একটি রাস্তার নাম কোপেনহাগেন ড্রাইভ। ১৯১১ সালে ইউরোপ থেকে শরণার্থীরা গিয়ে ওই অঞ্চলে থাকতে শুরু করেন। তারপর থেকে জায়গাটিকে আমেরিকার ড্যানিশ রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মিউনিখে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি ঢুকে বহু হতাহত

POLIZEI
1311R
POLIZEI
13117

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির মিউনিখে বার্ষিক নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তুতিকালে একটি দ্রুত গতির গাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বিল্ড পত্রিকা জানিয়েছে, ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে ঘটা এ ঘটনার সময় শহরটি একটি বৈশ্বিক শীর্ষ পর্যায়ের নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) থেকে মিউনিখে এ নিরাপত্তা সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা। আর এতে অংশ নিতে জেডি ভ্যান্স ও জেলেনস্কির মতো বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে শহরটিতে পৌঁছানোর কথা ছিল।

তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় মিউনিখের কেন্দ্রীয় ট্রেন স্টেশনের কাছে বড় পরিসরের পুলিশ অভিযান চলছে।

মিউনিখ পুলিশ এক এক্স (পূর্বের টুইটার) বার্তায় জানিয়েছে, তারা গাড়ির চালককে আটক করেছে এবং তাকে আর কোনো হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

এদিকে দুর্ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় এক সাংবাদিক এক্স প্লাটফর্মে লিখেছেন, ‘এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে আছেন এবং এক তরুণকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। লোকজন মাটিতে বসে কাঁদছে ও কাঁপছে’।

প্রথম নজর

রাজ্য বাজেটের প্রশংসা বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের

বালুরঘাট পৌরসভা
BALURGHAT MUNICIPALITY

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: তৃণমূল সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেটের বিষয়ে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার সমালোচনা করলেও এই বাজেটকে জনমুখী বাজেট বলে মনে করছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় তৃণমূল সরকার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এই বাজেটে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনমুখী প্রকল্পের দিকে। যদিও এই বাজেটের সমালোচনা করেছে বিরোধীরা। তবে বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র বলেন, ‘সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। কর্মসংস্থান তথা গ্রামীণ উন্নয়নের আভাস রয়েছে এই বাজেটে। কেন্দ্রীয় বাজেট যেখানে দিশাহীন ছিল, সেখানে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও এই বাজেট অনেক নতুন নতুন দিশা দেখিয়েছে।’

এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেন তিনি সেটা করে দেখান। তিনি বলেছিলেন কেন্দ্র সরকার আবাস যোজনা টাকা না দিলে রাজ্য সরকার দেবে। এবং তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন। বাজেটে গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি আবাস যোজনা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।’

অন্যদিকে, এই বাজেট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, এই বাজেট সম্পূর্ণ ভাওতা এবং মিথ্যে কিছু প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে চার পার্সেন্ট দিয়ে নয়, কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেয়া হবে।’

জয়নগরে মিড ডে মিল কর্মী সমিতির প্রতিবাদ

রাজ্য বাজেটে মিড-ডে-মিল কর্মীদের সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে-
১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫
বিক্ষোভ মিছিল
সারা বাংলা মিড-ডে-মিল কর্মী ইউনিয়ন
এ.আই.ইউ.টি.ইউ.সি. অনুমোদিত, রেজিঃ নং- ২৮৮৯
বাংলা মিড-ডে-মিল কর্মী ইউনিয়ন
2025/2/13 16:03

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: সারা বাংলা মিড ডে মিলের কর্মীদের উদ্যোগে রাজ্য বাজেটের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যের সব ব্লকে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে।এব্যাপারে মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার বলেন,গত ৭ ই ফেব্রুয়ারী সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রী ও প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর এর কাছে বেশ কিছু দাবি পেশ করা হয়।তা হলো -এই ভয়াবহ মূল্য বৃদ্ধির বাজারে দুহাজার টাকা মাসিক বেতন বাড়ানো সহ আরো অনেকে বিষয়।কিন্তু তা মানা হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই সীমাহীন বঞ্চনা র প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলা ও ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল।সেই প্রতিবাদের কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে এদিন ডায়মণ্ড হারবার হসপিটাল মোড় থেকে প্রায় শতাধিক মিড ডে মিল কর্মীদের এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে এবং তারপর জনস্বার্থ বিরোধী এই রাজ্য বাজেট পোড়ানো হয়। এই রাজ্য বাজেটে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার।একই ভাবে জয়নগর, দক্ষিন বারাশত, গোচরণ, নিমপীঠ, জামতলা, রায়দীঘি সহ একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয় এদিন।

মাদক উদ্ধারে সাফল্য পেল কালিয়াচক থানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদার কালিয়াচক থানার পুলিশ। প্রায় তিন কোটি টাকার মাদক সহ গ্রেপ্তার করল ছয়জনকে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচকের মোজমপুরের হারুচক এলাকার বাসীন্দা আব্দুল করিমের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে পুলিশ তার বাড়ি থেকে ২ কেজি ৯১৫ গ্রাম নিষিদ্ধ মাদক ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ‘যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি টাকা। এরপর পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ছয়জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম আব্দুর রহমান, শাহিদ সেখ, আব্দুল আজিজ, শাহিদ সেখ, নাজিম আহমেদ ও রাসেল সেখ। এদের প্রত্যেকের বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজমপুরের হারুচক এলাকায়। তাদের বয়স ১৮ বছর থেকে ৪২ বছরের মধ্যে। পুলিশ তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে এবং এদিনই ধৃতদের দশ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে পেশ করে মালদা জেলা আদালতে।

বাসুলডাঙায় কংক্রিট ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী

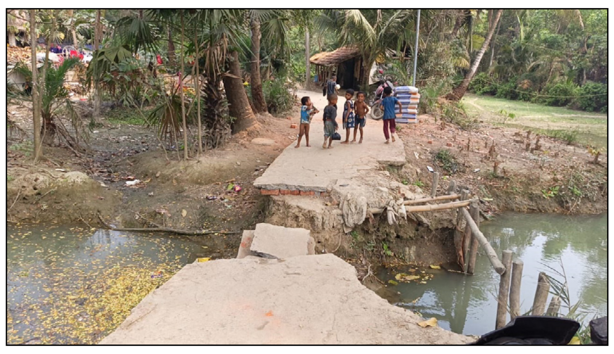

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: একটি কংক্রিট ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় বেহাল দশার কারণে ভোগান্তি পোহাচ্ছে শত শত শিক্ষার্থীসহ সরকারি হ্যাপলাতের রুগী ও এলাকাবাসী। এটি ডায়মন্ড হারবার ১নম্বর ব্লক বাসুল ডাঙ্গা অঞ্চলে চাঁদা,কবিরা,মরুইবেরিয়া যার সংযোগস্থলে,পঞ্চগ্রাম প্রমথনাথ হাই স্কুল ও পঞ্চগ্রাম রুরাল হাসপাতাল সংলগ্ন। পঞ্চগ্রাম ও চাঁদা মৌজায় খালের উপর কংক্রিট ব্রিজটি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। কংক্রিট ব্রিজের উপর সিমেন্টের তৈরি পাটা ধসে যাওয়ায় মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই ব্রিজটির একদম বিকলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যা চলাচলের একদম অযোগ্য। সীমাহীন এ দুর্ভোগে পড়েছে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়র শত শত শিক্ষার্থী ও পঞ্চগ্রাম সরকারি হাসপাতাল এর রুগিরা। বিকল্প যাতায়াত এর পথ অনেক কঠিন থাকার কারণে, মরণফাঁদ জেনেও পার হচ্ছেন গ্রামবাসীসহ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সরেজমিন জানা যায়, কংক্রিট ব্রিজ বিচখাঁন থেকে ভেঙে যাওয়ায় এ রাস্তা দিয়ে চলাচলের একমাত্র যানবাহন মোটরবাইক ও অন্যন্য জান চলাও বন্ধ হয়ে গেছে। আগে অনেক সময় ঝুঁকি নিয়েই মোটরসাইকেল পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন চালকরা। কংক্রিট এর ব্রিজটির বেহাল দশা প্রায় কয়েক বছর যাবত। প্রায় এক বছর আগে ব্রিজের উপরের পাটা ধসে পড়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তেমন কোনো তৎপরতা না থাকায় স্থানীয় তারা সাময়িকভাবে চলা চলের জন্য মেরামত করে দেন। কিন্তু যোগাযোগের তাগিদে প্রতিনিয়ত ব্রিজ দিয়ে মোটরবাইক, ভ্যান, সেই সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ ও শিক্ষার্থীদের চলাচলের কারণে এখন জীর্ণশীর্ণ কংক্রিট এর ব্রিজটি ভেঙে গেছে। শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বর্তমানে ব্রিজটির অবস্থা খুবই করুণ অবস্থা। যে কোনো সময় পড়ে গিয়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন পথচারীসহ শিক্ষার্থীরা। সরকারি স্কুল ও পাবলিক স্কুলের শত শত শিক্ষার্থীর চলাচলের একমাত্র ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন অভিভাবকরা।

স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলা বলেন,কয়েক বছর ধরেই এই কংক্রিট এর ব্রিজ জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় আছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ চলাচল করে। মাঝে মাঝে কংক্রিট এর ব্রিজটি এভাবে কাঁপতে কাঁপতে সেতুর মাঝ বরাবর এলেও কখনো কখনো নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে যায় খালের পানিতে। এই কয়েকদিন আগে এক বাইক চালক এর উপর দিয়ে পর হতে গিয়ে ভেঙে পড়ে,অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বাইক চালক।

অথচ ব্রিজটি মেরামতের জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কোনো মাথা ব্যথাই নেই। মাঝে মধ্যে শুনি টেন্ডার হয়েছে, তবে মেরামত কবে হবে জানা নেই। এই কংক্রিটের ব্রিজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অচিরেই এ সমস্যা সমাধান কবে হবে সেইটা এখন দেখার।

গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল সাগরদিঘি থানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: গাঁজা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরদিঘী থানা পুলিশের তৎপরতায় ২৬ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হলো এক যুবককে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাগরদিঘির বাহালনগর বেলেপুকুর সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই যুবকের নাম মোশারফ হোসেন। তার বাড়ি সাগরদিঘী থানা এলাকায়। গাঁজা গুলো বীরভূমের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ওই যুবক। তার আগেই সাগরদিঘী থানার পুলিশি তল্লাশিতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই যুবককে।

সেচ দফতরের জমি দখল, টাকা দাবি করার অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা-১ ব্লকের মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নহরপাড়া এলাকায় সেচ দপ্তরের জমি ঘিরে চরম বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের এক সদস্য ও প্রধানের স্বামী বেআইনিভাবে ওই জমি দখল করার চেষ্টা করছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পঞ্চায়েত সদস্য এমদাদুল হক তাদের কাছ থেকে টাকা দাবি করেছিলেন। কিন্তু তারা টাকা দিতে অপারগ হলে তাদের বাড়িঘর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ফলে ঘরের এক পাশে বসবাসের ঘর থাকলেও রান্নাঘর ও শৌচালয় বেড়ার ওপারে, যা চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নেসবাহুল বেওয়া বলেন, “পঞ্চায়েত সদস্য আমাদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তা দিতে পারিনি বলেই বাড়ির সামনে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে।” একই অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দা ইদ্রিস আলি ও একরাম আলি। তাঁদের বক্তব্য, “আমরা সেচ দপ্তরের জমিতে বাস করছি, কিন্তু কখনো কোনো নোটিশ পাইনি। অথচ আমাদের রান্নাঘর ভেঙে সেখানে বেড়া দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে বাড়িঘর ঘিরে ফেলা হয়েছে যে, বের হতে গিয়েই শিশু-কিশোররা কাঁটাতারে আহত হচ্ছে।”

অন্যদিকে এই জমি সেচ দপ্তরের মালিকানাধীন বলেই জানিয়েছেন দপ্তরের জিয়াগঞ্জ বিভাগের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রিয় দাস। তিনি বলেন, “এখনও পর্যন্ত জমিটি সেচ দপ্তরের মালিকানাধীন রয়েছে। পঞ্চায়েত বা তার কোনো সদস্য এই জমি দখল করতে পারেন না। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে, তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।” এদিকে লালবাগের মহকুমা শাসক বনমালি রায় বলেন, “সেচ দপ্তরের জমি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ দখল নিতে পারে না। বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।” অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য এমদাদুল হক অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, “জমিটি বেদখল হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমরা সীমানা নির্ধারণ করে ঘিরে দিয়েছি। এখানে হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।” তবে টাকা দাবির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, “আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে।” এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আললাম শেখ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “অফিসে আসুন, আমরা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব।” এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নহরপাড়া এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ১৯৮৭ সালে আখরীগঞ্জের নির্মলচরে পদ্মার ভাঙনে গৃহহীন হয়ে তারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে বসবাস করলেও প্রশাসন কখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, অথচ এখন স্থানীয় পঞ্চায়েত তাদের উৎখাতের চেষ্টা করছে। গ্রামবাসীরা অবিলম্বে বেড়া অপসারণ এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, প্রশাসন যেন তাঁদের বসবাসের বৈধতা নিশ্চিত করে তার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ তার প্রাক্তন স্বামীর বিরুদ্ধে। প্রথম পক্ষের স্বামী কুপিয়ে মারল দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে।ঘটনার পর থেকে পলাতক চঞ্চল রায়।অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশির পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু পুলিশ।মহিলার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রথম পক্ষের স্বামীর বিরুদ্ধে।বৃহস্পতিবার ধুবুলিয়ার নারকেল বাগান এলাকার ঘটনা।মৃতের নাম মাধবেন্দ্র দাস বয়স ৩৫ বছর।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বছর দু’য়েক ধরে ওই ব্যক্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পম্পা দাসকে নিয়ে নারকেল বাগান এলাকায় ভাড়া থাকতেন।

অভিযোগ গতকাল রাত বারোটা নাগাদ তিনি মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি আসেন এবং স্ত্রীর সঙ্গে বচসা শুরু হয়।

এরপরেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকা প্রথম পক্ষের মেয়ে প্রথম পক্ষের বাবা চঞ্চল রায়কে ফোন করে বিষয়টি জানায়। সে এসে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ধুবুলিয়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়।সেখান থেকে রানাঘাটের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তর করে।কিন্তু মাঝ রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তার। তারপরেই দেহ নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায়।ঘটনার পর থেকে পলাতক চঞ্চল রায়।স্থানীয় বাসিন্দা মহিদুল শেখ বলেন,মাধবেন্দু মাঝেমধ্যেই মত্ত অবস্থায় এসে স্ত্রী পম্পাকে মারধর করতেন।বুধবার সে রকম ঘটনায় ঘটেছিল। এর পরে শুনছি ভোলা খুন হয়েছেন।অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশির পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধুবুলিয়া থানার পুলিশ।

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়া টানতে পদযাত্রা করল স্কুল কর্তৃপক্ষ

বিদ্যালয়ে যাই মিড-ডে-মিল খাই ।।
বিদ্যালয়ে যাই শিক্ষার আলো পাই ।।

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বর্তমানে বেসরকারি স্কুলের কাছে সরকারি স্কুল পিছিয়ে পড়ছে। পড়ুয়ার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে সরকারি স্কুলে।আর তাই সরকারি স্কুলে পড়ুয়া ফেরাতে উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ।গত বছর নতুন ভবন তৈরি হয়েছে জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ব্যানার্জির আবাদ প্রাথমিক স্কুলে। তাঁর পরে প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে পড়ুয়ার সংখ্যা সে ভাবে বাড়েনি। স্কুল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এক সময়ে এই স্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ছিল। বছর দশেক আগেও স্কুলের পড়ুয়া সংখ্যা ছিল তিনশোর বেশি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুল ভবন বেহাল হয়ে পড়েছিল। পরিকাঠামো ও পঠনপাঠন নিয়ে আরও নানা অভিযোগও উঠছিল। এ সবের জেরে পড়ুয়া কমতে শুরু করে। বছর তিনেক আগে স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা একশোর নীচে নেমে যায়। বর্তমানে চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। গত বছর থেকেই এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে বাচ্চাদের স্কুলে আনতে উদ্যোগী হন শিক্ষকরা। বর্তমানে দেড়শোর কাছাকাছি পড়ুয়া রয়েছে স্কুলে। যাতে আরও পড়ুয়া স্কুলে আসে, সেই কারণেই বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়ারা গ্রামের পথে মিছিল করে। সঙ্গে ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকারাও। গ্রামের স্কুলেই ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের বার্তা দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক প্রদীপকুমার দাস বলেন,আমরা চাই গ্রামের সব ছেলেমেয়ে গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা করুক। ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলের মাধ্যমে একটি বার্তা দেওয়া হল। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বৈঠক করেও আমরা ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর আর্জি জানাব। এব্যাপারে জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, পঠনপাঠন, পরিকাঠামোর দিক থেকে সরকারি স্কুল কোনও ভাবেই পিছিয়ে নেই। অভিভাবকেরা নিশ্চিন্তে বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন।

কুম্ভে গেরুয়া পোশাকে, ত্রিবেণী সঙ্গমে সবুজ, ব্যাখ্যা দিলেন রচনা

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: মাঘী পূর্ণিমা হুগলিতে ত্রিবেণী কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেও পুণ্যস্নানের জন্য ভিড় সকাল থেকেই। পুণ্যস্নান উপলক্ষে আঁটসাঁট নিরাপত্তা, চলছে পুলিশি নজরদারি। এদিন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগ রাজে মহাকুম্ভে পুণ্য স্নান করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানকার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় দেখা যায়। প্রয়াগরাজে সরস্বতী পুজোর দিন পুণ্যস্নান করেছিলেন গেরুয়া কাপড়ে। আজ ত্রিবেণী কুম্ভে উপস্থিত হলেন সবুজ শাড়িতে। বললেন ‘আমি কালার থেরাপি করি।’ তৃণমূল সাংসদ বলেন, “সরস্বতী পুজোর দিন ভিড় হবে বলে আমাকে যেতে বারণ করেছিল। আমি বলেছিলাম সরস্বতী পুজোর দিনে স্নান করব। ওখানে খুব ভালো ব্যবস্থাপনা ছিল। অনেকটা দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল। ওরা আগে যে দুর্ঘটনা হয়েছিল তখন হয়তো সেই ব্যবস্থাপনা ছিল না। তবে আমি যেদিন গেছি সেদিন খুব ভালো দেখেছি। এরকমটা নয় যে ভিআইপি গেলে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে ঢুকিয়ে দেবে। কারণ সেই ব্যবস্থা আমি দেখিনি। ওখানে দুর্ঘটনা হওয়ার পর ওখানকার সরকার হয়ত আরও বেশি তৎপর হয়েছে। কোটি কোটি লোক ওখানে গেছে। মানুষ যদি একটু দৌড়াতে শুরু করে তাহলে কী হতে পারে।’’

প্রয়াগরাজে স্নান সেরেছেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই শাস্ত্র মেনে এদিন মাথায় জল ছিটিয়ে নেন তিনি। এদিন হুগলির তৃণমূল সাংসদ বলেন, “ত্রিবেণী কুম্ভ মেলার ব্যবস্থাও ভাল। সব দফতর একসঙ্গে কাজ করেছে। স্নানের ঘাটগুলোর একটু সংস্কার করা প্রয়োজন। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। মহাকুম্ভে স্নান করেছি তাই এখানে আর করলাম না। গঙ্গাজল মাথায় নিলাম। আজ মাঘী পূর্ণিমা আমার সংসদ এলাকায় যদি না যাই তাহলে কী করে হয়। এদিন সবুজ শাড়ি পরেছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, “আজকে বুধবার আমি সবুজ পরি। আর তাছাড়া আমি কালার থেরাপি করি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় পাকা বাঁধ তৈরিতে বাজেটে ২০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলপি

আপনজন: প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে সুন্দরবনের উপরে বড় প্রভাব পড়ে ,সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকায় নদী বাঁধ ভাঙ্গার সৃষ্টি হয় ভাঙা বাঁধ দিয়ে জল ঢকে নোনা জলে সমস্ত চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা বর্ষাকাল এলেই আর সেই সময় যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে তার সমাধান করলেও চিরস্থায়ী পাকাপোক্ত সমাধান হয় না। নামখানা কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা গঙ্গাসাগর সহ বিস্তীর্ণ সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু বেহাল বাঁধ রয়েছে ফলে আতঙ্কে থাকে উপকূলবর্তী এলাকার মানুষরা। আর সেই বাঁধের উপরে এবারে রাজ্যে বাজেটে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করেছে। তাই খুব শিগগিরই নদী বাউন্ডারির উপরে কাজ শুরু হবে।

একদিকে যেমন সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষরা খুশি, তারা চাইছে সুন্দরবন এলাকার যে বাঁধ আছে সেই বাঁধগুলো স্থায়ী পাকাপোক্ত হোক। তাই পাকাপোক্ত বাঁধ হলে তারা বিপদের মুখে পড়বে না। বর্ষা এলেই ঝড়-বৃষ্টি বা কোন নিম্নচাপ ঘটলেই সুন্দরবন এলাকার উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বুক কাঁপে, তাই বাঁধ সঠিকভাবে তৈরি হলে অন্তত চাষের জমি নষ্ট হবে না । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে নদী বাউন্ডারির জন্য ২০০ কোটি টাকার যে বরাদ্দ করেছে সেই টাকা দিয়ে আর কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে নদী বাঁধের কাজ । সুন্দরবনবাসী খুশি এই বাজেটে নদী বাউন্ডারির জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুড়িগঙ্গায় বাংলাদেশি ডুবন্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার ১২ জন

নকিব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগরে ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবল বাংলাদেশি পণ্য বাহি জাহাজ। ডুবন্ত জাহাজ থেকে ১২ জন বাংলাদেশী নাবিককে উদ্ধার করল পুলিশ সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাগর থানা পুলিশ প্রশাসন।

জানা যায়, বাংলাদেশী পন্যবাহী বার্জ ‘সি ওয়ার্ল্ড ‘ হাই ভর্তি করে বজবজ থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে মুড়িগঙ্গা নদীতে চড়াই ধাক্কা মারে বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে, জাহাজের পাটাতন ফেটে জল ঢুকতে শুরু করায় আতঙ্কিত হয়ে পারে বাংলাদেশের নাবিকারা ছোট নৌকার মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের কাছে খবর দেয় । সাগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওসি সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা ঘটনা স্থলে নৌকা নিয়ে রওনা দেয়। সাগর থানার পুলিশ বাংলাদেশী পণ্যবাহী জাহাজ থেকে থেকে ১২ জন নাবিক কে উদ্ধার করে। তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার হয়েছে বলে জানান সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ আধিকারি সমস্ত কিছু তাদের থাকার ব্যবস্থা হওয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে এমনটা জানা যায় পুলিশ সূত্রে।

‘চোখ কি? ‘চোখ’ কিভাবে কাজ করে

ইন্তিখাব আলম

মানব চোখ একটি ইন্দ্রিয় অঙ্গ, সংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রের অংশ। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য আমরা বাইরের জগতের দৃশ্য অনুভব করি তাকে চোখ বা চক্ষু বলে। মানুষের চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় অক্ষিগোলক নামে পরিচিত। চোখকে দর্শনেন্দ্রিয় (organ of origin) বলে। শারীর বিজ্ঞান জানায় মানুষের চোখে ৫৭৬ মেগাপিক্সেল এলাকা পর্যন্ত দেখতে পারে। মানুষের চোখ সোজাসুজি ১২০ ডিগ্রি কোণে দেখতে পাই। একটি সুস্থ মানুষের চোখ ৬০ D (diopter) পাওয়ার থাকে। যার মধ্যে কর্নিয়াতে প্রায় +৪৩ D - +৪৫ D এবং লেন্স প্রায় +১৫ D - +১৭ D পাওয়ার থাকে। একজন সাধারণ ব্যক্তি পড়া বা কাছের বস্তু ২৫ বা ৩০ সেমি থেকে দেখতে হয় এবং দূরের দৃষ্টি অসীম হয়।

চোখের বিভিন্ন অংশগুলি হল -

♦Eyelids -
চোখের পাতা হল ত্বক, পেশি, টিস্যু দিয়ে গঠিত পাতলা পর্দা। চোখ দুটি উর্ধ্ব পল্লব ও নিম্ন পল্লব দিয়ে ঢাকা থাকে। Eyelid এর কিনারায় এক সারি পল্লব লোম থাকে। সপ্তম ক্রেনিয়াল নার্ভ (Facial nerve) স্নায়ু সরবরাহ করে।

❑ কাজ - চোখকে খুলতে ,বন্ধ করতে,বাইরের ধুলো - বালি ,আঘাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

♦Eyelids এর কমন রোগ -

১. Triachiasis - চোখের পাতার লোম চোখের বাইরে না গিয়ে আই বলের দিকে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও কনজাংটিভাই ঘষা লাগে অস্বস্তি অনুভব হয়।এক্ষেত্রে লোম গুলি তুলে ফেলে, কন্টাক্ট লেন্স,Laser , Cryotherapy মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

২. Blepharitis - এটি চোখের পাতার প্রান্ত বরাবর একটি প্রদাহ। শিশুদের ক্ষেত্রে এই রোগটি বেশি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে চোখ জ্বালা করে, লাল ভাব হয়, চোখ চুলকায়, চোখের পাতা ফুলে যায় ইত্যাদি দেখা যায়। এটির চিকিৎসার জন্য চোখের পাতা পরিষ্কার,গরম সেঁক দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ এবং আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

৩. Chalazion - এটি হলো ছোট ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান সিস্ট বা পিন্ড যা চোখের পাতার মাঝখানে হয়। এতে ব্যথা হয় না। চোখ পরিষ্কার রাখতে হবে ও গরম শেক দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ এবং আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করে চিকিৎসা করা যেতে পারে। সার্জারি করে নিরাময় করতে হতে পারে।

৪. Stye - ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে চোখের পাতার প্রান্তের কাছে একটি লাল, বেদনাদায়ক পিণ্ড ধারণ করে যা ফোঁড়া বা পিম্পলের মতো দেখতে হতে পারে। চিকিৎসার হিসাবে গরম সেক দিতে হবে ,চোখের পাতা পরিস্কার করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ ও মলম এবং আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।সার্জারি করে নিরাময় করতে হতে পারে।

♦ Conjunctiva -
এটি eyeball এর একেবারে উপরের দিকে অবস্থিত একরকম স্বচ্ছ পাতলা আবরণ।

❑কাজ - চোখের অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করে।

❑ প্রকারভেদ - Conjunctiva ৩ প্রকারের হয়। ১. Bulbar Conjunctiva,২. Palpebral Conjunctiva,৩. Fornix Conjunctiva

♦ Conjunctiva কমন রোগ -

১. Bacterial conjunctivitis - স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনিয়া ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটিকে ‘গোলাপী চোখ’ ও বলে।এক্ষেত্রে চোখ গোলাপি ভাব, আঠালো স্রাব বের হয়, চুলকানি ও চোখে হালকা ব্যথা হয়। চিকিৎসার জন্য কৃত্রিম অশ্রু ড্রপ এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রপ বা মলম ব্যবহার করতে হবে।

২. Allergic conjunctivitis - অ্যালার্জেন প্রতি কনজাঙ্কটিভার প্রদাহ জনক প্রতিক্রিয়া। অত্যাধিক জ্বর, ফুলের পরাগ, ধুলো, কিছু ঔষধের জন্য এলার্জি হয়। চুলকানি ও লাল ভাব, চোখ ফুলে যায়। অ্যান্টি অ্যালার্জির ড্রপ এবং আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত চুলকালে হালকা ডোজের স্টেরয়েড ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

৩. Subconjunctival haemorrhage - খুব জোরে কাশি, হাঁচি অথবা বাইরে থেকে কোন কিছুতে আঘাত লাগলে চোখের সাদা অংশে এক বা একাধিক রক্তের গাঢ় জমাট বাঁধা অংশ লাল দেখা যায়,একে subconjunctival haemorrhage বলে। চিকিৎসা হিসাবে গরম বা ঠাণ্ডার চেক দিতে হবে এবং এন্টিবায়োটিক ড্রপ, আর্টিফিশিয়াল টিআর ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

৪. Pterygium - কনজাঙ্কটিভার মাংসল ঝিল্লির বৃদ্ধি যা কর্নিয়ার উপর চোখের সাদা অংশ ঢেকে যায়। শুষ্ক, ধুলোময় পরিবেশে কাজ করা ব্যক্তিদের বেশি দেখা যায়। চোখে বালি পড়েছে এমন অস্বস্তি,চোখ লাল হয়ে যায়। খুব বেশি বৃদ্ধি পেলে অস্ত্রপচার করতে হবে।

♦ Cornea -
এটি অক্ষিগোলকের সামনের দিকে অবস্থিত স্বচ্ছ স্তর। কর্নিয়ার উপরে কনজাঙ্কটিভা অবস্থান করে। কর্নিয়া ১/৬ তম অংশ তন্তু যুক্ত স্বচ্ছ আবরণী।

❑ কাজ - কর্নিয়া প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

❑ কর্নিয়ার স্তর- কর্নিয়া কে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল- এপিথেলিয়াম, বোম্যানস লেয়ার, স্ট্রোমা, প্রি ডেসিমেটস লেয়ার, ডেসিমেটস মেমব্রেন, এবং এন্ডোথেলিয়াম।

♦Cornea কমন রোগ -

১. Bacterial corneal ulcer - এটি ব্যাকটেরিয়াল কেরাটাইটিস নামেও পরিচিত যা সিউডোমোনাস এরুগিনোসা এবং স্টাফিলকক্কাস অরিয়াস ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা সৃষ্ট কর্ণিয়ার সংক্রমন। কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারের জন্য, মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া চোখের ঔষধ, অন্তর্নিহিত কর্নিয়ার রোগ, শুষ্ক চোখ, কর্নিয়াল ইনজুরি ইত্যাদি কারণে হয়। চোখ দেখতে ধূসর সাদা, লালভাগ, মিউকোপুরুলেন্ট স্রাব চোখে দেখা যায়। এই রোগের জন্য দ্রুত চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২. Fungal corneal ulcer - কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারের জন্য, চাষাবাদ এবং শাকসবজি দ্বারা চোখের উপর আঘাত লাগার কারণে কর্নিয়ায় ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে যার ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। চোখ থেকে আঠালো স্রাব, লাল হওয়া, চোখ ধূসর রঙের দেখতে হয়ে যায়। এটির চিকিৎসার জন্য দ্রুতচক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

♦ Iris -
এটি কর্নিয়ার নিচে এবং লেন্স, সিলিয়াড়ি বডি সামনে অবস্থিত। মেলানিন নামে রঞ্জক থাকায় এই অংশ নানান রঙ ধারণ করে। আইরিশের ভিতর দুই রকমের ছোট ছোট মাংসপেশী থাকে; একটির নাম স্ফিঙ্কটার পিউপিল যেটি পিউপিল কে ছোট করতে সাহায্য করে, অন্যটি ডায়ালেটার পিউপিল যেটি পিউপিল কে বড় করতে সাহায্য করে। আইরিশ টি গোল না হয়ে খাঁজ কাটার মত হয় এই অস্বাভাবিকতাকে কোলোবোমা বলে। কোলোবোমার কারনে ডবল দেখতে পাওয়া, ঝাপসা দৃষ্টি, গ্লকোমা হতে পারে।

❑কাজ - আইরিশ তারারন্ধ্র কে ছোট বড় করে চোখে আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

♦ Pupil -
এটি আইরিশের মধ্যভাগে দেখা যায়। কিছু রোগে বা ঔষধ এ পিউপিল মাপ ছোট হয়ে যায় একে মাইওসিস বলে আবার পিউপিল মাপ বড় হয়ে যায় একে মিড্রিয়াসিস বলে।

❑ কাজ - চোখের মধ্যে যে আলো প্রবেশ করে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

♦ Lens -
এটি আইরিশের পরবর্তী দ্বী উত্তলাকার সচ্ছ অংশ। দূরের বা কাছের কোন জিনিসের ছবি যাতে রেটিনাতে ঠিকমতো ফোকাস করে তার জন্য লেন্স প্রয়োজনমতো চ্যাপ্টা বা মোটা হয়ে যায়। বয়স কালের জন্য বা অন্য কোন কারণে লেন্সের ওপর স্বচ্ছ ভাব অসচ্ছ হয়ে মেঘলা মতো দেখায়, এই পদ্ধতিকে ছানি বলে। ছানি (Cataract) পড়লে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় কিন্তু কাছের দৃষ্টি ঠিক থাকে। ছানি অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করতে হয়।

❑ কাজ - লেন্স আলোক রশ্মির প্রতিসরণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আলোকরশ্মিকে রেটিনার উপর কেন্দ্রীভূত করে।

♦Choroid -
এটি স্ক্লেরার পরবর্তী আবরণ। কোরোয়েড হল দ্বিতীয় স্তর। এর ভিতর থাকে অনেক রক্তবাহী শিরা ও উপশিরা। রেটিনা ও পাশের জায়গাতে পুষ্টি সরবরাহ করে।

❑ কাজ - কোরোয়েড আলোকের প্রতিফলন রোধ করে এবং রেটিনাকে রক্ষা করে।

♦ Ciliary body -
এটি একটি বৃত্তাকার গঠন,আইরিস এবং কোরোয়েড এর মধ্যে অবস্থিত। সিলিয়ারি বডি জলীয় হিউমর তৈরি করে।

❑কাজ - লেন্সের উপযোজনে/আকার গঠনে সাহায্য করে।

♦Retina -
এটি অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত করোয়েড স্তরের পরবর্তী অভ্যন্তরীণ স্তর। রেটিনা আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করার জন্য দায়ী যা মস্তিষ্কে চাক্ষুষ তথ্য প্রেরণ করে। রেটিনায় ১২০ মিলিয়ন রড কোষ থাকে যা কম আলোয় অনুভূতিশীল হয় এবং ৬৫ মিলিয়ন কোন কোষ থাকে যা রং চিনতে এবং সম্মুখ দৃষ্টিতে সাহায্য করে। ফোভিয়া চোখের একটি অংশ। ম্যাকুলার মাঝে রেটিনা অংশে এর অবস্থান। বইপড়া, গাড়ি চালনা করা, ইত্যাদি কাজে যে তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন, সেসব কাজে ফোভিয়া ব্যবহৃত হয়।

❑কাজ - রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

❑ Retina স্তর - রেটিনার ১০ টি লেয়ার থাকে।সেগুলি হল- ১.Inner limiting membrane, ২.Nerve fiber layer (NFL), ৩.Ganglion cell layer, ৪.Inner plexiform layer, ৫.Inner nuclear layer, ৬.Outer plexiform layer, ৭.Outer nuclear layer, ৮. Outer limiting membrane, ৯. Layer of rod and cone cells, ১০.Retinal pigmented epithelium.

♦Retina কমন রোগ -

১. Diabetic retinopathy - এটি ডায়াবেটিসের জটিলতম রোগ। ডায়াবেটিসের জন্য শরীরের সাথে সাথে চোখের ক্ষতি করে। রক্তে সুগারের পরিমাণ অত্যাধিক হলে রেটিনাল্ টিস্যু ফুলে যায় ও দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। রাতে দেখতে অসুবিধা হয়, চোখের সামনে দাগ বা আলোর ঝলকানি দেখা যায়।। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

♦Optic nerve -
অপটিক নার্ভ দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নার্ভ, যেটি চোখের পিছন থেকে শুরু হয় তারপর ভিজুয়াল করটেক্স এ যায় সেখান থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে পাই। এটি নষ্ট হয়ে গেলে চোখের সামনের অংশ ঠিক থাকলেও সঠিকভাবে দেখতে পাবে না।

❑কাজ - দৃষ্টির সিগন্যাল চোখের রেটিনা থেকে ব্রেনে চলে যায়।

♦Macula -
ম্যাকুলা হল রেটিনার অংশ যা আমাদের সূক্ষ্ম বিবরণ, দূরবর্তী বস্তু এবং রঙ দেখতে সাহায্য করে।

❑কাজ - আলোর সংকেত গুলিকে প্রক্রিয়া করে যা আমাদের দেখতে সাহায্য করে।

♦Aqueous humor -
কর্নিয়া ও লেন্স এর মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠে দেখতে পাওয়া যায়।

❑ কাজ - চোখের প্রেসার বজায় রাখতে, প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

♦Vitreous humor -
লেন্স ও রেটিনার অন্তর্বর্তী প্রকোষ্ঠে দেখা যায়।

❑কাজ - প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

♦Tear gland -
প্রতি চোখের অক্ষিকোটরের বহির্ভাগে এবং উপরের অক্ষি পল্লবের নিচে ছোট বাদামের মতো দেখতে একটি করে অশ্রুগ্রন্থি থাকে। অশ্রুগ্রন্থির ক্ষরণকে অশ্রু বলে। আমাদের চোখের অশ্রু lacrimal punctum যেটি চোখের নাকের দিকে কোনা থেকে lacrimal canaliculi দিয়ে প্রবেশ করে lacrimal sac এ যাওয়ার পর nasolacrimal duct দিয়ে নির্গত হয়।

❑ কাজ - অশ্রু চোখের উপরিভাগে ধুলোবালি পড়লে তা ধুয়ে দেয় এবং চোখকে ভিজিয়ে রাখে।

♦ Tear drainage হিসাবে কমন রোগ -

Dacryocystitis (DCT) / Dacryocystorhinostomy (DCR) - DCT/DCR হল টিয়ার থলির প্রদাহ বা সংক্রমণ। এটি তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী প্রায়শই জল এবং চোখের কোনা থেকে পূজ বের হয়। আঘাত, টিয়ার নালীতে জন্মগত অস্বাভাবিকতা জন্য হতে পারে। DCT/DCR উপশম করার জন্য টিয়ার নালিকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। প্রায় ৪০ বা ৪৫ বছর বয়সের নিচে হলে DCR এবং প্রায় ৪০ বা ৪৫ বছর বয়সের উপরে হলে DCT অপারেশন করতে হয়।

♦ বর্তমানে প্রচলিত রোগ -

♦Dry eye - চোখের শুকনো ভাব অর্থাৎ চোখে জলের অভাব। গরম আবহাওয়া, চোখে জলীয় ভাব কম, কন্টাক লেন্সের ব্যবহার ইত্যাদির জন্য Dry eye হয়। আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করে ঠিক রাখা যায়।

♦Glaucoma - গ্লকোমা হলো চোখের এক প্রকার রোগ যাতে অপটিক স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ঝাপসা দৃষ্টি, ঘন ঘন চশমা গ্লাস পরিবর্তন ইত্যাদি হলে লক্ষণ ধরা যায়। রোগটি ধরা পরলে যতটা দৃষ্টি থাকবে ততটা ঠিক রাখার জন্য অ্যান্টিগ্লকোমা ড্রপ ব্যবহার করেই যেতে হবে এবং দ্রুত চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই রোগটি বংশগত রোগ অবশ্যই বাড়ির একজনের হলে অন্যান্য বাড়ির সদস্যদের রুটিন চেকআপে থাকতে হবে।

♦Extra ocular muscle -
আমাদের চোখ দিয়ে চারিদিকে তাকানোর জন্য সাহায্য করে কিছু মাসল যাকে Extra ocular muscle বলে। চোখে ছয়টি মাংসপেশি থাকে সেগুলি হল -১.Medial rectus: Moves the eye inward, toward the nose , ২.Lateral rectus: Moves the eye outward, away from the nose, ৩.Superior rectus: Moves the eye upward, ৪. Inferior rectus: Moves the eye downward, ৫.Superior oblique: Rotates the top of the eye toward the nose, ৬.Inferior oblique: Rotates the top of the eye away from the nose.

3rd (Oculomotor nerve),4th (Trochlear nerve),6th (Abducent nerve) cranial nerve এক্সট্রা অকুলার মাসল এ নার্ভ সাপ্লাই করে।

♦ Accommodation -
আকোমোডেশন হল চোখের কাছের এবং দূরের বস্তুকে ফোকাস করার ক্ষমতা। লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে, চোখের বলের অক্ষিয় দৈঘ্য পরিবর্তন করে, কর্নিয়ার আকৃতি পরিবর্তন করে বস্তুর প্রতি ফোকাস করা হয়।

♦Refractive error (প্রতিসরণ ত্রুটি) -
Emmetropia হল প্রতিসরণ ত্রুটি ছাড়া নরমাল চোখ (চশমা ছাড়া)। আবার Ametropia হল চোখে প্রতিসরণ ত্রুটি উপস্থিত থাকে। প্রতিসরণ ত্রুটি গুলি হল -

১. Myopia / short sightedness - দূর থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনার উপর না পড়ে রেটিনার সামনে ফোকাস করে, একে myopia বলে। এতে দূরে থাকা বস্তুগুলি পরিষ্কার দেখতে অসুবিধা হয়।, কিন্তু কাছের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায়। অবতল (Concave) লেন্স এর চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে দৃষ্টি ঠিক রাখা হয়। আবার সার্জারি করে ও ঠিক করা যেতে পারে।

২. Hypermetropia / far sightedness - দূর থেকে আগত আলোকরশ্মি রেটিনার উপর না পড়ে রেটিনার পিছনে ফোকাস করে, একে hypermetropia বলে। এতে দূরের বস্তু পরিষ্কার দেখা যায় এবং কাছেরটা অস্পষ্ট হয়। উত্তল (Convex) লেন্সের চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে দৃষ্টি ঠিক রাখা হয়। আবার সার্জারি করেও ঠিক করা যেতে পারে।

৩. Astigmatism - এটি মায়োপিয়া বা হাইপারমেট্রোপিয়ার সঙ্গে ঝাপসা দৃষ্টি বোঝায় যখন কর্নিয়া ও লেন্সের আকৃতি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন হয়, তখন astigmatism বা দৃষ্টিকোণ দেখা যায়। সিলিন্ডার লেন্স এর চশমা ব্যবহার করতে হবে। সার্জারি করেও ঠিক করা যায়।

৪. Presbyopia - প্রেসবায়োপিয়া হল বয়স জনিত ত্রুটি। সাধারণত ৪০ বয়সের পর লেন্সের নমনীয়তা হ্রাস পায়, সিলিয়ারী পেশি গুলি দুর্বল হয়ে যায় ও কর্নিয়ার কার্ভেচার বেড়ে যায় যার ফলে কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়।একে বাংলায় চালসে বা চল্লিশা বলে। চশমা বা কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে অথবা সার্জারি সাহায্য ঠিক করা যেতে পারে।

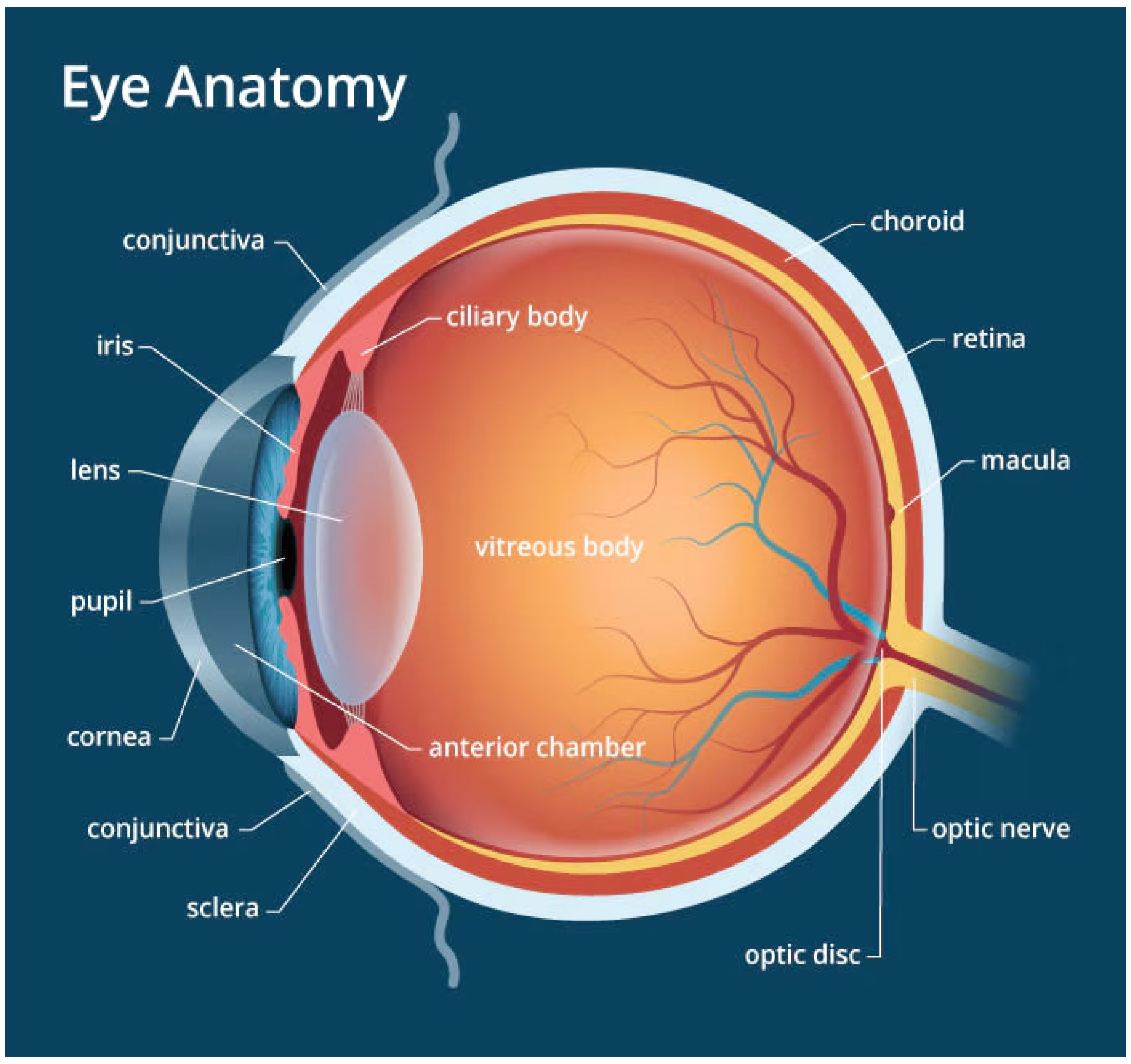

চোখের অন্য রকম কিছু সমস্যা

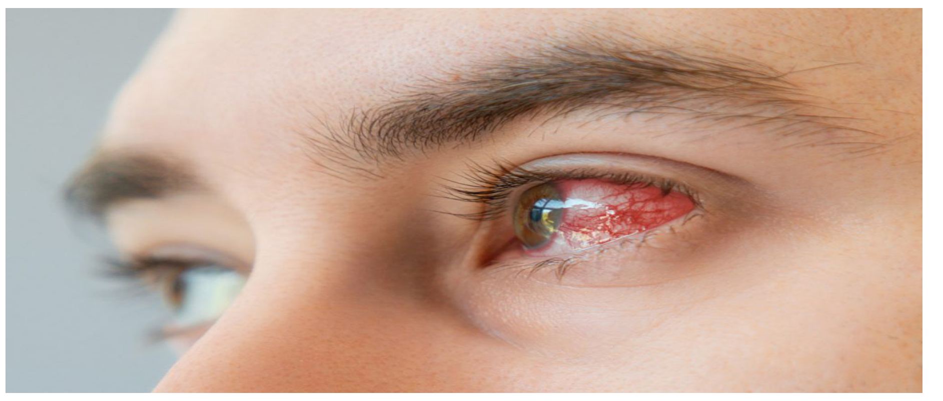

আপনজন ডেস্ক: চোখে যে শুধু ছানি বা পাওয়ারের সমস্যাই হয়, তা নয়; চোখের পেশি ও স্নায়ুতে নানা রকম সমস্যার জন্যও কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। আজ এ রকমই কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক:

ডাবল ভিশন

এক চোখে ডাবল ভিশন (দুটি দেখা) হলে প্রথমে দেখতে হবে, চোখে ছানি পড়েছে কি না। দুই চোখেও ডাবল ভিশন হতে পারে। চোখের এক বা একাধিক মাংসপেশির দুর্বলতা, কিছু বিশেষ ধরনের ব্রেইন টিউমার, কিছু ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতের কারণে ডাবল ভিশন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অবিলম্বে চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে।

চোখ কাঁপা

ক্লান্তি, শরীরে লবণের ঘাটতি ও কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় এ সমস্যা হয়। আপনা-আপনি কয়েক দিনের মধ্যে সেরে যায়। ১০-১৫ দিন পরও সমস্যা থেকে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

চোখ ‘ঠিকরে বেরিয়ে’ আসা

এ রোগ হতে পারে থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে অথবা চোখের পেছনে বা অপটিক নার্ভে কোনো টিউমার হলে। এমনটি মনে হলে দ্রুত চক্ষুরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিড়ালচোখ

এ রোগে রোগীর চোখ অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে। চোখ হয় আকারে বড়। শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

চোখে আলোর ঝলকানি

চোখের সামনে থেকে থেকে আলোর ঝলক, কালো বিন্দু বা কালো ঝুলের মতো কিছু ঘুরে বেড়ায়। কারণগুলোর অন্যতম হলো রেটিনা ডিটাচমেন্ট।

চোখের মণিতে সাদা দাগ

কর্নিয়াল আলসার সেরে যাওয়ার পর অনেক সময় মণিতে সাদা দাগ থেকে যায়। চোখে আঘাত লাগলেও এ রকম হতে পারে। সাদা দাগ মণির একেবারে মাঝখানে হলে দৃষ্টিশক্তি থাকে না। একমাত্র কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করেই অবস্থা সামলানো যায়। সমাধানের পথ দুটি। এক, রঙিন কনট্যাক্ট লেন্স; দুই, উল্কি।

চশমা পরেও আবছা দেখা

ছানি বা চোখের অন্য কোনো অসুখে এমন হচ্ছে কি না, চিকিৎসককে দেখিয়ে নিশ্চিত হোন। চোখের অসুখ না থাকলে দৃষ্টিশক্তি কমার কারণ অপটিক নার্ভের সমস্যা। এ অবস্থায় পড়াশোনা করতে হলে ঘরে বেশি আলোর ব্যবস্থা করুন।

চোখে কম দেখায় এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মাঝেমধ্যে এখানে-সেখানে পড়ে যান। এ জন্য সাবধান হতে হবে।

চোখের নিচে কালি

আঘাত লেগে চোখের চারপাশ কালশিটে হতে পারে। ঘুমের সমস্যায়ও চোখের নিচে কালি পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয়, সে জন্য সবুজ শাকসবজি, পানি বেশি পান করতে হবে। মন দুশ্চিন্তামুক্ত রাখুন। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি।

ডিস্ক প্রলাপস কেন হয়, সতর্কতা ও চিকিৎসা

আপনজন ডেস্ক: মেরুদণ্ডের দুটি কশেরুকার মাঝখানের ফাঁকা স্থানটিতে নরম যে অংশ থাকে তার নাম ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক। এ ডিস্ক যখন জায়গা থেকে সরে যায়, তখন তাকে ডিস্ক প্রলাপস বলে। এ অবস্থাকে অনেকেই বলেন যে মেরুদণ্ডের হাড় সরে গেছে। আসলে ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ডিস্কের, হাড়ের নয়।

সাধারণত ঘাড় বা সারভাইক্যাল স্পাইন ও কোমর বা লাম্বার স্পাইনে ডিস্ক প্রলাপস বেশি হয়। নারী-পুরুষ উভয়েরই হতে পারে। তবে পুরুষের তুলনায় নারীরা এ রোগে বেশি ভোগেন।

ডিস্ক প্রলাপস কেন হয়

মেরুদণ্ডের সঙ্গে যে স্পাইনাল লিগামেন্ট ও মাংসপেশি লাগানো থাকে, এগুলো দুর্বল হয়ে গেলে ডিস্ক সরে যেতে পারে।

অসচেতনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে ভারী কিছু ওঠাতে গেলে হঠাৎ এমন হতে পারে।

আঘাত পেলে বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে গেলে।

দীর্ঘক্ষণ নিচে বসে কাজ করলে, এমনকি সামনের দিকে ঝুঁকে জুতার ফিতা বাঁধতে গেলে অথবা বেসিনে মুখ ধুতে গেলেও অসতর্কতায় ডিস্ক প্রলাপস হতে পারে।

কীভাবে বুঝবেন

ঘাড় বা সারভাইক্যাল স্পাইনে প্রলাপস হলে ঘাড়ে ব্যথা, ব্যথা ঘাড় থেকে হাতের দিকে ছড়ায় এবং হাতে তীব্র ব্যথা হয়। হাত ঝিনঝিন করে বা অবশ অবশ মনে হয়। হাতের শক্তি কমে যায় বা হাত দুর্বল হয়ে আসে। তীব্রতা বেশি হলে অনেক ক্ষেত্রে হাতের মাংসপেশি শুকিয়ে আসে।

কোমর বা লাম্বার স্পাইনে হলে কোমরে ব্যথা, ব্যথা কোমর থেকে পায়ের দিকে ছড়ায়। পা ভারী বা অধিক ওজন মনে হয়। পায়ে জ্বালাপোড়া, পায়ের শক্তি কম অনুভব করা, অনেক ক্ষেত্রে পায়ে মাংসপেশি শুকিয়ে যায়। তীব্রতা বেশি হলে অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্রের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়।

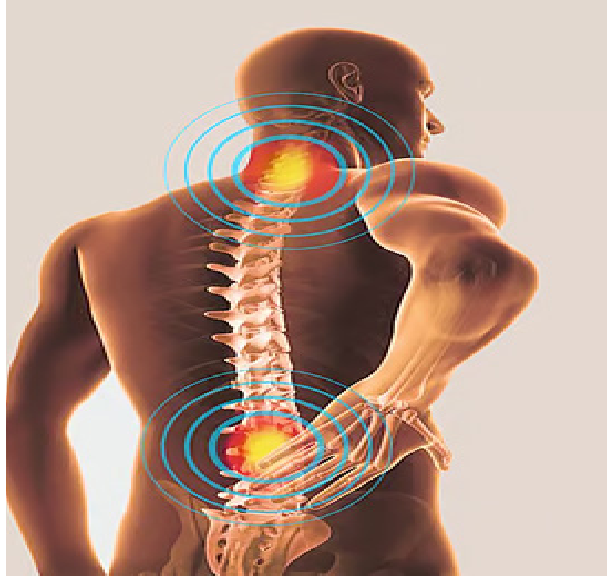

কীভাবে শনাক্ত করা যায়

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরীক্ষার পাশাপাশি আক্রান্ত স্পাইনের এমআরআইয়ের মাধ্যমে কোন লেভেলে কতটুকু ডিস্ক প্রলাপস, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করেন।

চিকিৎসা

প্রয়োজনীয় ব্যথা উপশমকারী ওষুধের পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে, অর্থাৎ ব্যথা তীব্র থাকার সময় হাঁটাচলা করা যাবে না। এরপর সঠিক ফিজিওথেরাপি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী দুই থেকে চার সপ্তাহ ফিজিওথেরাপি দিতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি থেকে দিনে দু-তিনবার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিলে ও চিকিৎসক নির্দেশিত থেরাপিউটিক ব্যায়াম করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।

জীবনযাপনে সতর্কতা

সামনে ঝুঁকে ভারী কাজ করবেন না।

শোবার জন্য মধ্যম সাইজের বালিশ ব্যবহার করবেন।

ভারী ওজন তোলা নিষেধ।

মাঝারি শক্ত বিছানায় শোবেন।

ভ্রমণে সারভাইক্যাল কলার অথবা লাম্বার করসেট ব্যবহার করবেন।

চিকিৎসকের নির্দেশিত ব্যায়াম করবেন।

আইসিসি দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত, শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আপনজন ডেস্ক: আইসিসি দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্ইং সবার শীর্ষে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ইল্যান্ডকে তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করায় ভারতের শীর্ষ স্থা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডকে ৩-০ ব্যবধানে হারানো ভারতের রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ১টি। ১১৯ রেটিং পয়েন্ট ভারতের।
ধবলধোলাই হওয়া ইংল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট এক কমে হয়েছে ৯২। পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ওঠা নিউজিল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে ২টি। ১০২ পয়েন্ট পাঁচ থেকে চারে উঠেছে কিউইরা। ওই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়া দক্ষিণ আফ্রিকা চার থেকে পাঁচে নেমে গেছে। দলটি পয়েন্ট হারিয়েছে ৩টি। সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের রেটিং পয়েন্ট ১১১। গতকাল শ্রীলঙ্কার কাছে হারা অস্ট্রেলিয়ারও পয়েন্ট ১১১। তবে নির্ধারিত সময়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে কম ম্যাচ খেলা পাকিস্তান ভগ্নাংশের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় উঠেছে দুইয়ে। শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে অস্ট্রেলিয়া খুইয়েছে ২ পয়েন্ট, অন্যদিকে এক জয়ে পাকিস্তানেরও পয়েন্ট বেড়েছে ২টি।
৮১ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ আছে আগের মতো নয়েই।

আইসিসি ওয়ানডে দলীয় র‍্যাঙ্কিং

ক্রম	দল	পয়েন্ট
১ (-)	ভারত	১১৯
২ (+১)	পাকিস্তান	১১১
৩ (-১)	অস্ট্রেলিয়া	১১১
৪ (+১)	নিউজিল্যান্ড	১০২
৫ (-১)	দক্ষিণ আফ্রিকা	৯৯
৬ (-)	শ্রীলঙ্কা	৯৮
৭ (-)	ইংল্যান্ড	৯২
৮ (-)	আফগানিস্তান	৮৬
৯ (-)	বাংলাদেশ	৮১
১০ (-)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৭৮

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বায়ার্নের আনন্দের রাতে এসি মিলানের হার

আপনজন ডেস্ক: শেষ ষোলোর পথে এগিয়ে গেল বায়ার্ন
সেল্টিকের মাঠে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। সেল্টিকের মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল বায়ার্ন। যদিও অফসাইডের কারণে বেঁচে যায় জার্মান পরাশক্তিরা। বাতিল হওয়া এই গোলের পর প্রথমার্ধের বাকি সময় দাপট ছিল বায়ার্নেরই। একের পর আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে দেয় তারা। তবে বারবার চেষ্টা করেও গোল পাচ্ছিল না বায়ার্ন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৪৫ মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলটি পেয়ে যায় বায়ার্ন। দারুণ এক শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মাইকেল ওলিসে। বিরতির পর অবশ্য ব্যবধান দ্বিগুণ করতে বেশি সময় নেয়নি বায়ার্ন। কর্নার থেকে বল পেয়ে দারুণ এক ভলিতে বায়ার্নকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন হ্যারি কেইন। ৭৯ মিনিটে দাইজেন মায়েদা সেল্টিকের হয়ে এক গোল শোধ করে ম্যাচে রোমাঞ্চ ফেরানোর আভাস দেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সমতাসূচক গোলটি আর পায়নি তারা।

হারের হতাশা মিলানের
ফেইনুর্ড ১ : ০ এসি মিলান
ফেইনুর্ডের মাঠে ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে এসি মিলান। ৩ মিনিটে গোল করেন ইগর পাইশিয়াও। এই গোল শোধের জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে মিলান। সুযোগও এসেছিল বেশ কিছু। কিন্তু ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়েও গোলটি আর পাওয়া হয়নি ইতালিয়ান ক্লাবটির। হার মেনেই ছাড়তে হয়েছে মাঠ। এখন আগামী মঙ্গলবার দ্বিতীয় লেগে নিজেদের মাঠে মিলান পাশার দান বদলাতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

শেষ মুহূর্তে ক্লাব ব্রুগার দারুণ জয়
ব্রুগা ২ : ১ আতালান্তা
শেষ ষোলোয় যাওয়ার প্লে-অফের প্রথম লেগে আতালান্তার বিপক্ষে ২-১ গোলের দারুণ এক জয় পেয়েছে ক্লাব ব্রুগা। ঘরের মাঠে এদিন ম্যাচের ১৫ মিনিটে ফেরান জুগলার গোলে এগিয়ে যায় ব্রুগা। ৪১ মিনিটে আতালান্তাকে সমতায় ফেরান মারিও পাসালিক। এরপর ম্যাচ যখন সমতায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখনই পেনাল্টি পায় ব্রুগা। স্পট কিকে গোল করে ব্রুগাকে জয়সূচক গোল এনে দেন গুস্তাফ নিলসন।

এগিয়ে গেল বেনফিকা
মোনাকো ০ : ১ বেনফিকা
মোনাকোর বিপক্ষে তাদের মাঠে ১-০ গোলের জয় পেয়েছে বেনফিকা। এ জয়ে শেষ ষোলোয় যাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে গেল পর্তুগিজ ক্লাবটি। মোনাকোর মাঠে দুই দল চেষ্টা করেও গোল পায়নি প্রথমার্ধে। তবে বিরতির পর ৪৮ মিনিটে লিড নেয় বেনফিকা। গোল করেছেন ভ্যানজেলিস পাভলিদিস। এরপর মোনাকো ম্যাচের দ্বিতীয় ধাক্কা খায় ৫২ মিনিটে আল-মুসরাতি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে। এরপর ১০ জন নিয়ে খেলে আর ভাগ্য বদলাতে পারেনি মোনাকো। পিছিয়ে থেকেই দ্বিতীয় লেগ শুরু করবে তারা।

সম্মানিত হলেন ইসমাইল

আপনজন: সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেবামূলক কাজকর্মের জন্য সমাজ সম্পদ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিকস কোচেস্‌ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলে'র কনভেনার ইসমাইল সরদার।

বিশ্বকাপেও সৌদি আরবে নিষিদ্ধ থাকবে মদ

RIYADH
READY FOR THE BEST?

আপনজন ডেস্ক: ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবল হবে সৌদি আরবে। দর্শক ও ভক্তদের এই বিশ্বকাপে মদ্যপান করতে দেওয়া হবে না বলে গতকাল জানিয়েছেন ইংল্যান্ডে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বিন বান্দার আল সৌদ।
খালিদ বিন বান্দার আল সৌদ বলেছেন, এই টুর্নামেন্ট দেখতে যাঁরা সৌদি আরবে যাবেন, তাঁদের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশটির সংস্কৃতিকে সম্মান করা উচিত।
বিশ্বকাপ চলাকালীন সৌদি আরবের কোথাও মদ বিক্রি করা হবে না, এমনকি হোটেলেও না। গত বছর ডিসেম্বরে ভার্চ্যুয়াল ফিফা কংগ্রেসে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ চূড়ান্ত করতে সদস্যদেশগুলোকে ভোট দিতে বলেছিল ফিফা। সে ভোটে শুধু সৌদি আরবই প্রার্থী ছিল। ফিফার পক্ষ থেকে সৌদির নামটি বলার পর সদস্যরা শুধু হাততালি দিয়ে সমর্থন জানান। এই সমর্থনই ভোট।
ব্রিটেনের রেডিও স্টেশন এলবিসিকে সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেছেন, 'এ মুহূর্তে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ। অ্যালকোহল ছাড়া অনেকভাবেই মজা করা যায়। এটা শতভাগ প্রয়োজনীয় নয়, আপনি পান করতে চাইলে সেটা দেশ ছাড়ার পর। কিন্তু এ মুহূর্তে অ্যালকোহলের অনুমোদন নেই। অনেকটাই আমাদের দেশের আবহাওয়ার মতো, শুকনা খটখটে।' সাধারণত অ্যালকোহলবিহীন বোঝাতেই ইংরেজি 'ড্রাই' শব্দটা ব্যবহৃত হয়।
২০২২ বিশ্বকাপের শুরুতেও অ্যালকোহল নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
আয়োজক দেশ কাতারে অ্যালকোহল পাওয়া যাবে কি না, এটা ছিল আলোচনার বিষয়। ইসলামি মূল্যবোধ ও আইনে পরিচালিত হয় কাতার। সেবার বিশ্বকাপ শুরুর দুই দিন আগে আলোচনার মাধ্যমে স্টেডিয়ামে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। তবে হোটেল ও স্বীকৃত ফ্যান পার্ক থেকে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় কিনতে পেরেছেন দর্শকেরা। সৌদি রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, অ্যালকোহল ছাড়াই দর্শক ও সমর্থকদের স্বাগত জানানো হবে কি না? তাঁর উত্তর, 'সবারই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে থেকে সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই। কারও জন্য আমরা নিজেদের সংস্কৃতি পাল্টাতে চাই না।' সৌদি রাষ্ট্রদূত এরপর একটু মজা করেই পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'সত্যিই, আপনারা অ্যালকোহল ছাড়া থাকতে পারবেন না?'
সৌদি আরবের বিশ্বকাপ আয়োজক স্বত্ব পাওয়াকে ভালো মনে করছে না মানবাধিকার সংস্থাগুলো। অ্যামনেস্টির পক্ষ থেকে এর আগে বলা হয়েছে, সৌদি আরব বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব পাওয়ায় 'অভিবাসী কর্মীরা শোষণের শিকার হবেন এবং অনেকেই মারা যাবেন'।
আরেকটি দুশ্চিন্তার বিষয় হলো এলজিবিটিকিউআইএ+ এর মানুষেরা সৌদি আরবে বৈষম্যের শিকার হবেন কি না? সৌদি আরবে সমকামিতা প্রমাণিত হলে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। সৌদি রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, সমকামী দর্শকেরা সেখানে নিরাপদে বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পারবেন কি না? রাষ্ট্রদূত বলেছেন, 'সৌদিতে আমরা সবাইকে বরণ করে নেব। এটা সৌদির আসর নয়, এটা বৈশ্বিক আসর। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সবাইকে বরণ করে নেব, যাঁরা আসতে চান।'

প্রথম ২০ দিন সঙ্গে স্ত্রী নয়, বিদেশ সফরে কোহলিদের পরামর্শ কপিলের

আপনজন ডেস্ক: দেখেন, আপনারা যা ভালো মনে করেন'—এ ছাড়া আর কীই-বা বলার আছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। যে বোর্ডের অধীন তাঁরা খেলেন, সেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নিয়মকানুন না মেনে তো আর উপায় নেই। সেই নিয়ম মানতে বাধ্য হয়েই তো এক যুগ পর রঞ্জি ট্রফি খেলতে নেমে যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।
কিন্তু বিসিসিআইয়ের দেওয়া একটি শর্ত নিয়ে কিছুটা উসখুস আছে ভারতের ক্রিকেটারদের। বিদেশ সফরের সময় তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে রাখার ব্যাপারে যে 'কড়াকড়ি' আরোপ করে দিয়েছে বিসিসিআই। 'ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট', মানে করা যাবে ও করা যাবে না—ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য সম্প্রতি এমন ১০টি নিয়ম করে দিয়েছে বিসিসিআই। এ নিয়ে অনেক কথাও হচ্ছে। এবার এতে যোগ দিয়েছেন ভারতের ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও।
'ক্রিকেট আড্ডা' নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলকে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীদের সফরে নিয়ে যাওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি সফরটা এক মাসের হয়, তাহলে প্রথম ২০ দিন স্ত্রীদের সঙ্গে রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, যাতে খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে থেকে একটা দল হয়ে উঠতে পারে। আবার যদি সফর তিন মাসের হয়, তাহলে অন্তত প্রথম এক মাস খেলোয়াড়দের পরিবার রেখে শুধু দলের সঙ্গেই কাটানো উচিত।' সম্প্রতি ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ও অস্ট্রেলিয়ায় ৩-১ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারের পর এই ১০ নিয়ম বেঁধে দেয় বিসিসিআই। দলের মধ্যে 'শৃঙ্খলা, একতা ও ইতিবাচক পরিবেশ' নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয় বলে তখন জানানো হয়। এসব নিয়মের মাধ্যমে নিজের মতো করে অনুশীলনে বা ম্যাচ ভেন্যুতে যাওয়ায় যেমন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, তেমনি বিদেশ সফরে স্ত্রী-সন্তানদেরও বেশি দিন সঙ্গে না রাখতেও বলা হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে না দেওয়া, বেতন-ভাতা থেকে টাকা কেটে নেওয়ার শাস্তিও হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের।

কোহলিদের রেখে বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক পতিদার কেন

QATAR AIRWAYS
DELHIVERY
Jio
IPL

আপনজন ডেস্ক: মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। ভালো ছক্কা মারতে পারেন। টি-টোয়েন্টিতে স্ট্রাইকরেটটাও সব সময় ভালোই থাকে। তাই বলে ভারত টি-টোয়েন্টি দলের আলোচনায় থাকেন, তেমনটাও নয়। ভারতের হয়ে ৪টি ম্যাচ খেলেছেন, এর মধ্যে ৩টিই টেস্ট, ১টি ওয়ানডে। বোঝাই যাচ্ছে, যার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, সেই রজত পতিদার ওই অর্থে ভারতের ক্রিকেটে 'হাইপ্রোফাইল' কেউ নন। এমন একজনই এবারের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর অধীনে খেলবেন বিরাট কোহলি, ভুবনেশ্বর কুমার, লিয়াম লিভিংস্টোনরা। প্রশ্ন তাই স্বাভাবিকভাবেই ওঠে—এতজন অভিজ্ঞ ও সিনিয়র খেলোয়াড় থাকতে পতিদার কেন অধিনায়ক? দলে ভারত জাতীয় দলকে তিন সংস্করণে নেতৃত্ব দেওয়া কোহলি আছেন। ২০১২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বেঙ্গালুরুকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তবে ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান নিজেই আর অধিনায়কত্বে ফিরতে চান না। চার বছর আগে দায়িত্ব ছাড়ার সময়ই সেটা বলে দিয়েছেন। যদিও পরে সময়ে দলের প্রয়োজনে আপৎকালীন দায়িত্ব সামলেছেন কোহলি। ২০২২ আসর থেকে বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ছিলেন ফাফ ডু প্লেসি। এবার বেঙ্গালুরু ডু প্লেসিকে ধরে না রাখায় নতুন কাউকে নেতৃত্ব দিতে হতো দলটির। পতিদার সেই নতুন মানুষ। পতিদারের অধিনায়ক হওয়ার পেছনে কোহলিরও ভূমিকা থাকতে পারে। কারণ, ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান যে কোহলির প্রিয়পাত্র, এই কথা অনেকবারই শোনা গেছে। আর বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক কোহলির প্রিয় হোন বা না হোন, অপ্রিয় কেউ হবেন না, সেটি না বললেও চলছে। পতিদার ছাড়া খুব বেশি বিকল্পও অবশ্য বেঙ্গালুরুর হাতে ছিল না।

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয়ের ক্রীড়াবিদ রোনাল্ডো

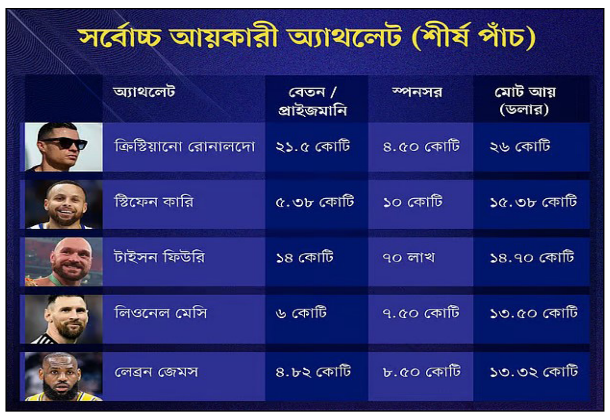

সর্বোচ্চ আয়কারী অ্যাথলেট (শীর্ষ পাঁচ)

অ্যাথলেট	বেতন / প্রাইজমানি	স্পনসর	মোট আয় (ডলার)
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো	২১.৫ কোটি	৪.৫০ কোটি	২৬ কোটি
স্টিফেন কারি	৫.৩৮ কোটি	১০ কোটি	১৫.৩৮ কোটি
টাইসন ফিউরি	১৪ কোটি	৭০ লাখ	১৪.৭০ কোটি
লিওনেল মেসি	৬ কোটি	৭.৫০ কোটি	১৩.৫০ কোটি
লেব্রন জেমস	৪.৮২ কোটি	৮.৫০ কোটি	১৩.৩২ কোটি

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ৪০ পেরিয়ে ৪১ ছুঁয়েছেন গত সপ্তাহে। এ বয়সে পা রাখার আগেই অনেকে বুট তুলে রাখেন, কিন্তু রোনাল্ডো ব্যতিক্রম। এখনো খেলে যাচ্ছেন, নিয়মিতই গোল করছেন, ৯২৫ গোল হয়ে গেছে। সামনে এখন হাজার গোলের হাতছানি। এরই মধ্যে আরেকটি অর্জনেরও দেখা পেলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি।
খেলাধুলার আর্থিক বিষয়ের সংবাদমাধ্যম 'স্পোর্টিকো'র হিসাবে এবারও বিশ্বের সর্বোচ্চ আয়কারী অ্যাথলেটের সিংহাসনটি রোনাল্ডোর। টানা দ্বিতীয়বার আয়ে সবার ওপরে আল নাসর তারকা। গত বছর রোনাল্ডোর মোট আয় ২৬ কোটি ডলার বা প্রায় ৩১৫০ কোটি টাকা। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসর থেকে শুধু পারিশ্রমিক বাবদই পেয়েছেন ২১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। বিভিন্ন স্পনসর চুক্তি থেকে পেয়েছেন আরও সাড়ে চার কোটি ডলার।
পেশাদার খেলাধুলা অপেক্ষাকৃত তরুণদের জন্য হলেও এবার স্পোর্টিকোর তালিকায় শীর্ষ আট আয়কারী ক্রীড়াবিদের মধ্যে শুধু নেইমারের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। বাকি সাতজন ৩৫ পার করেছেন। ৩৬ বছর বয়সী বাস্কেটবল কিংবদন্তি স্টিভেন কারি সর্বোচ্চ আয়ের এই তালিকায় দ্বিতীয়। গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্সের এই তারকা গত বছর পারিশ্রমিক বাবদ পেয়েছেন ৫ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। বিভিন্ন স্পনসর থেকে আয় করেছেন ১০ কোটি ডলার। সব মিলিয়ে গত বছর কারির মোট আয় ১৫ কোটি ৩৮ লাখ ডলার। অর্থাৎ শীর্ষ আয়কারী অ্যাথলেটদের মধ্যে রোনাল্ডোর আয় বছরে অন্তত ২০ কোটি ডলার ছুঁয়েছে। রোনাল্ডো এ নিয়ে টানা আট বছর অন্তত ১০ কোটি ডলার আয় করলেন। গত বছরও তাঁর ২০ কোটি ডলার ছুঁয়েছিল। ২০০২ সালে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে পেশাদার ফুটবলে অভিষেকের পর এ পর্যন্ত ক্যারিয়ারে রোনাল্ডোর মোট আয় ১৮০ কোটি ডলার।
ব্রিটেনের ৩৬ বছর বয়সী সাবেক বক্সার টাইসন ফিউরি ১৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার আয় করে এই তালিকার তিনে। গত বছর পারিশ্রমিক বাবদ আয় করেছেন ১৪ কোটি ডলার। বাকি ৭০ লাখ ডলার আয় করেছেন স্পনসর চুক্তি থেকে। ৩৭ বছর বয়সী ইন্টার মায়ামি তারকা লিওনেল মেসি গত বছর মোট ১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করে তালিকার চারে। পারিশ্রমিক বাবদ ৬ কোটি ডলার এবং স্পনসর চুক্তি থেকে সাড়ে ৭ কোটি ডলার আয় করেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ১৩ কোটি ৩২ লাখ ডলার আয় করে পাঁচে বাস্কেটবল কিংবদন্তি ৪০ বছর বয়সী লেব্রন জেমস।
শীর্ষ পাঁচজনের মধ্যে ফুটবলার ও বাস্কেটবল খেলোয়াড় দুজন করে, অন্যজন বক্সার। শীর্ষ দশ আয়কারীর মধ্যে ফুটবলারই সবচেয়ে বেশি—পাঁচজন। বক্সার ও বাস্কেটবল খেলোয়াড় দুজন করে ও গলফার একজন।
সান্তোসে ফেরা নেইমার গত বছর ১৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার আয় করে তালিকার ছয়ে। আল ইত্তিহাদের ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা ১১ কোটি ৬০ লাখ ডলার আয় করে আটে। ১১ কোটি ডলার আয় করে নয়ে রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে।
সব মিলিয়ে শীর্ষ ১০০ আয়কারী অ্যাথলেটদের মোট আয় ৬২০ কোটি ডলার। গত বছরের তুলনায় যা বেড়েছে শতকরা ১৪ শতাংশ। অবাক করা বিষয়, শীর্ষ ১০০ আয়কারী অ্যাথলেটের তালিকায় গত বছরের মতো এবারও কোনো নারী অ্যাথলেট জায়গা করে নিতে পারেননি। এই তালিকার ১০০তম ক্রীড়াবিদটি এনএফএলের দল মিনেসোটা ভাইকিংসের কোয়ার্টারব্যাক ড্যানিয়েল জেমস। ৩ কোটি ৭৫ লাখ ডলার গত বছর আয় করেন জেমস।
গত বছরের তালিকায় শততম অবস্থানে থাকা অ্যাথলেটের আয় ছিল ৩ কোটি ২৫ লাখ ডলার। আর গত বছর ৩ কোটি ৪ লাখ ডলার আয় করে নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়কারী অ্যাথলেট হয়েছিলেন টেনিস তারকা কোকো গফ।
স্পোর্টিকোর এবারের তালিকায় মোট ৮টি খেলার ২৭টি দেশের অ্যাথলেটেরা জায়গা করে নিয়েছেন। বেতন, বোনাস ও প্রাইজমানি মিলিয়ে এই তালিকায় অ্যাথলেটদের মোট আয় ৪৮০ কোটি ডলার। স্পনসর ও অন্যান্য খাত থেকে অ্যাথলেটদের মোট আয় ১৪০ কোটি ডলার।

সমতগাদি রবীন্দ্র-নজরুল একাডেমীর বার্ষিক ক্রীড়া

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: সাগরদিঘীর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিসমত গাদি রবীন্দ্র-নজরুল একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হল ১২ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল সকাল পতাকা উত্তলনের মধ্যেদিয়ে শুরু হয় এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। খেলা শুরুর আগেই ছাত্র-ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ এবং মাঠ পরিক্রমা করানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা মোট ৬৭টি খেলায় অংশ নেয় যেমন- ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, চামচ গুলি দৌড়, বিস্কুট দৌড়, আলু দৌড়, অঙ্ক দৌড়, ইত্যাদি।
স্কুলের কর্ণধার মোঃ লতিফুল খাবির জানান এবছর আমরা ১২ তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি।
এদিনের ক্রীড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোঃ হাসিমুদ্দিন, নাজিবুল সেখ, কাজী সেলিমুদ্দিন প্রমুখ। এদিন খেলা শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

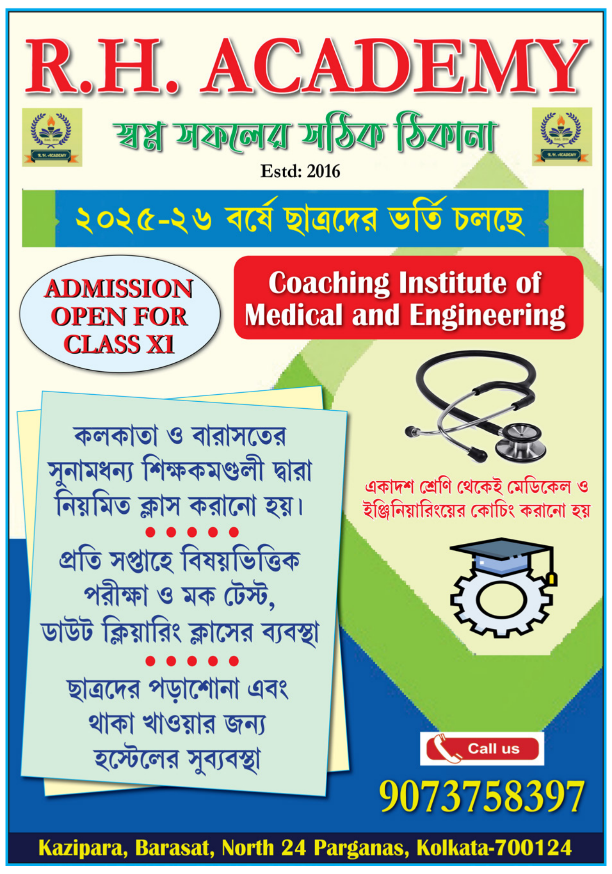
R.H. ACADEMY
স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা
Estd: 2016
২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে
ADMISSION OPEN FOR CLASS XI
Coaching Institute of Medical and Engineering
কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।
প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা
ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা
একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়
Call us
9073758397
Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

ADMISSION OPEN 2025
নাবাবীয়া মিশন
(শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা)
NABABIA MISSION (An Educational Welfare Trust)
ভর্তি চলিতেছে
প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তির ফর্ম দেওয়া চলছে
WBCS ও মেডিকেল কোচিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থানঃ নাবাবীয়া মিশন
www.nababiamission.org
Cont : 9732381000
9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**